শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ।

জয়তি।

গরইয়ারে তীর্থ যাত্রা।

নাটক।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

রচিত।

কলিকাতা।

কলিকাতা নিউপ্রেস যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবে, শিমুলিয়া কাশী ঘোষের লেনের মধ্যে ২২ নং ভবনে, অথবা মিলিটারি অডিটর জেনেরেল সাহেবের আফিসে শ্রীযুক্ত বাবু রাধানাথ বসাকের নিকট কিম্বা মিলিটারি পে আফিসে তল্লাস করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

সন ১২৬৫ সাল।

শ্রীপান বেহারি দে কর্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা।

ইহা কি সামান্য আক্ষেপের বিষয়। যে কলিকাতা সহরের অধিকাংশ লোক ১ স্বজাতীয় ভাষা শিক্ষা করিতে অত্যন্ত বিরত। ইহার কারণ অনায়াসে নির্ণয় করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ মাতৃভাষা জ্ঞান করিয়া, দ্বিতীয়তঃ অর্থোপায়ের নিমিত্ত অনেকেই ইহাকে অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন। ফলে ইহাতে এক মহোপকার হইয়াছে। এই দেশের রাজকীয় কর্ম্মাদি যাহা কোন কালে এবং কখনই বাঙ্গালি ভিন্ন সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই তাহাও এক্ষণে উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে, কেহ২ কহিয়া থাকেন যে মাতৃভাষা অধিক শিক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ বাল্যকালাবধি ইহার চালনা থাকায় বিশেষ রূপে জ্ঞাত হওয়া যায়। কিন্তু এই সামান্য কারণ কারণ বঙ্গ বিদ্যা মাতার বিমুখ হওয়া কখনই বিধেয় নহে। যাহা হউক অধুনা নানা প্রকার নাটক ও পুস্তকাদি বঙ্গ ভাষায় রচিত হওয়ায় এবং সেই

১ বাঙ্গালিভায়ারা।

সকল নাটকের অভিনয় হওয়াতে বোধ হয় যে বঙ্গ বিদ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিকতর প্রচলিত হইবে, তার সন্দেহ নাই। গত বৎসরে এই সহরে অষ্টবার অভিনয় হয়, এবং প্রায় প্রতি বারেই আমি নাট্যোল্লেখিত ব্যক্তি গণের মধ্যে পরিগণিত হইয়া নাট্য ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছি যাহা হউক আমার এই যৎসামান্য রঙ্গ রস পূরিত নাটক খানি পাঠ করিলেই কৃতার্থম্মন্য হইব। এক্ষণে পাঠক বৃন্দের নিকট নিবেদন এই যে তাঁহারা গদ্য পদ্যের দোষ এবং বানানের ভুল, যাহা হইলে অনায়াসে হইতে পারে তাহা মার্জ্জনা করিয়া চিরবাধিত করিবেন। ইহার মূল্য স্বাক্ষরকারির প্রতি ॥০ আনা বিনা স্বাক্ষরকারির প্রতি ॥৵ আনা স্থির হইল ॥

শ্রীমহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সাং সিমলিয়া

ইতি তারিখ ১৫ আষাঢ়।
সন ১২৬৫ সাল।

নাট্যোল্লেখিত ব্যক্তিগণ।

গোপালচন্দ্র মিত্র মদখোর
হরিহর মিত্র আফিম খোর
নিতাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় গুলি খোর
রামলাল গুপ্ত গাঁজাখোর
} চারি জন ঘোর ইয়ার।

রামকৃষ্ণ— — —গোপালের প্রতিবাসি।

সদানন্দ গোস্বামী— —রামকৃষ্ণের গুরু।

গৌরদাস বাবাজী— —দুষ্ট ঘটক।

প্রসন্ন— — —এক জন হটাৎ বাবু।

নন্দরাম ভট্টাচার্য্য— —গ্রাম স্থ ঘোর সাকেন।

শিবু কিম্বা শিবচন্দ্র
ও রসিকলাল
} উঁহারা দুই জন গোঁড়া।

গোবিন্দ— — —খানসামা।

রামনাথ ঘোষ— —প্রতিবাসী।

মধু— — —ভৃত্য।

পঞ্চানন— — —অন্য একজন হটাৎবাবু।

ইহা ভিন্ন দুই জন পাহারাওলা এবং দুইজন গোঁড়া উপস্থিত থাকিবে।

কামিনীগণ।

কামিনী— — —গোপালের স্ত্রী।

সারদা— — —হরিহরের স্ত্রী।

গোকুলমণি— — —রামনাথ ঘোষের স্ত্রী।

চার ইয়ারে তীর্থযাত্রা ।

(মঙ্গল মণ্ডিত সভা ।)

সূত্রধারের প্রবেশ ।

সূত্র । হায় ! আর সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই ! পূর্ব্বে এই বঙ্গদেশে কি সামান্য বঙ্গবিদ্যার প্রচালনা ছিল ? বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি যে সকল রাজা এই ভারতবর্ষে সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহারা বঙ্গবিদ্যার উৎসাহ হেতু কি সামান্য পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন? তাঁহাদিগের গুণের কথা একাননে ব্যক্ত করা অসাধ্য । পূর্ণিমার শশধরের ন্যায় মহাকবি কালিদাস ও মিহির প্রভৃতি যে কয়েক নবরত্ন বিক্রমাদিত্যের সভা সুশোভিত করিত, তাঁহাদের তুলা

লোক আর কি এই ধরামণ্ডলে অবতীর্ণ হইবে? তাঁহারা যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহাদের ন্যায় কেহই আর এক খানি রচনা করিতে সমর্থ হয়েন না। অতএব পূর্ব্বে যে এই দেশে বিদ্যার বিলক্ষণ প্রচালনা ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু এক্ষণে কতক গুলীন নব্য ভব্য বাবুগণ বঙ্গবিদ্যার প্রচালনা না করিয়া ইহাকে নির্ম্মূল করণার্থে যত্নবান্ হইয়াছেন। কারণ তাঁহারা স্বজাতীয় ভাষা পরিত্যাগ করত বিজাতীয় ভাষা শিক্ষা করিতে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা একবার বিবেচনাও করেননা যে প্রথমে স্বজাতীয় এবং পরে বিজাতীয় ভাষা শিক্ষা করা উচিত কিন্তু সকলেই যে এইপ্রকার তাহা নহে কারণ কেহ কেহ স্বজাতীয় ভাষার উৎসাহ হেতু স্বীয় ধন এবং প্রাণ পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে উদ্যত। যাহাহউক এক্ষণে এই গুণগ্রাহি দেশহিতৈষি গু-

ভাকাঙ্ক্ষি ও সদাত্মা মহাত্মাগণের তৃপ্তি হেতুক রঙ্গরস পূরিত কোন নবীন নাটকের অনুরূপ দর্শাই। কিন্তু কোন নাটকের অনুরূপ করি [ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া] হাঁ স্মরণ হইয়াছে। সিমুলিয়া নিবাসি শ্রীমহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক চলিত ভাষায় রচিত যে "চার্ ইয়ারের তীর্থ যাত্রা" নামক নবীন নাটক সম্প্রতি প্রস্তুত হইয়াছে তাহারি অনুরূপ দর্শাই। কিন্তু প্রিয়া ব্যতীত ইহা কদাচ নির্ব্বাহ হইতে পারেনা, অতএব তাহাকে আহ্বান করি [নেপথ্যাভিমুখে] প্রিয়ে! যদি তোমার গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই সভাস্থলে আগমনপূর্ব্বক সভাসদ্‌গণের মনোভিলাষ নির্বৃত্তি কর।

নটীর প্রবেশ।

নটী। কেনহে নাগর, গুণেরি সাগর,
ডাকিলে হে নাথ মোরে।

শুনি বল বল, হয়েছি চঞ্চল,
বাঁধা আছি প্রেমোডোরে॥
তোমার লাগিয়া, প্রস্তুত হইয়া,
বসিয়া রহেছি আমি।
কেনহে আমারে, ডাকিলে এবারে,
বল হে প্রাণের স্বামী॥
আমি হে তোমার, তুমি হে আমার,
উভয়েরি এক প্রাণ।
কি তব মনন, বোলে প্রাণ ধন,
রাখ হে আমার মান॥
আমি তব দাসী, ত্বরা করি আসি,
দাড়াইয়া এই স্থলে।
কি বলিবে বল, বল বল বল,
ভুলাইয়ো নাহে ছলে॥
সভার সবার, মন বার বার,
হইয়াছে হে চঞ্চল।
কি হেতু ডাকিলে, এখানে আনিলে,
বল নাথ বল বল॥

সূত্র। মধুর বচন, করিয়া শ্রবণ,
জুড়াইল মম প্রাণ।

ওলো বিনোদিনী, বলিব কাহিনী,
মেরোনা কটাক্ষবান॥
শুন শুন ধনী, ও বিধুবদনী,
আমার বচন ধর।
সকলেরি মন, করিতে মোহন,
উপায় বিহিত কর॥
কি বলিলে প্রাণনাথ উপায় করিতে।
ওহে উপায় করিতে॥
কেমনে ভরসা হোলো একথা বলিতে।
নাথ একথা বলিতে॥
আমিহে অবলা নারী কিছুই না জানি।
নাথ কিছুই না জানি॥
নারিরা অবোধ অতি শাস্ত্রের এবাণি।
নাথ শাস্ত্রের এবাণি॥

অতএব নাথ! কিহেতু তুমি আমাকে উপায় বিহিত করিতে বলিলে? বরং তোমারি উপায় বিহিত করা উচিত।

পুত্র। প্রিয়ে! তার চিন্তা কি? আমরা উভয়ে কি সকলের মন তুষ্ট করিতে পারিবনা?

নটী। কি প্রকারে পারিবে? আমাদের কি ক্ষমতা আছে যে আমরা সকলকেই তুষ্ট করি? এখানে যে সকল গুণবান্ রূপবান্ ও সুবিদ্বান্ ব্যক্তিগণ আগমন করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের কদাচ তুলনা হইতে পারে না, সুতরাং যদি কোন বিষয়ের ত্রুটি হয় তাহা হইলে আমরা অত্যন্ত লজ্জিত হইব।

নট। প্রিয়ে! এমন কদাচ মনে করিও না, যাহারা গুণগ্রাহি তাহারা অন্যের গুণই গ্রহণ করে, আর যাহারা নিজে মূর্খ এবং দোষী তাহারা অন্যের দোষই গ্রহণ করে, যেরূপ শূকর পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিলে বিষ্ঠাই অন্বেষণ করে, এবং রাজহংস জলমিশ্রিত দুগ্ধ পাইলে জল পরিত্যাগ করত দুগ্ধই পান করে, অতএব এক্ষণে গৃহে গমন পূর্ব্বক প্রস্তুত হওয়া উচিত।

নটী। তবে চল, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।

(উভয়ের প্রস্থান।

চার ইয়ারে তীর্থযাত্রা।
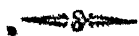
প্রথম অঙ্ক।

(গোপাল মিত্রের বাটীর বহির্ভাগ)

গোপালচন্দ্র মিত্রের প্রবেশ।

[দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত] হায়! আমার কি পোড়া কপাল! আমি এক জন বড়মানুষের ছেলে ছিলাম তার সন্দেহ নাই, কারণ আমার পিতা মৃত্যু-কালে প্রায় ৬০ হাজার টাকা রাখিয়া যান, কিন্তু আমি এমনি দাতার বেটা দাতা যে সর্ব্বস্ব খরচ করিয়া এখন দিনান্তরে এক মুটা অন্নও পাইনা। যাহাহউক গাঁজাখোর ও মদখোরদিগের কি অসা-ধারণ ক্ষমতা? দেখ, আমার নিকট আ-সিয়া আমাকে তাঁহাদের আমোদে রত করিল, এবং আপনাদের অভিষ্ট সিদ্ধ

করণান্তর আমার নিকট হইতে পুনর্ব্বার পলায়ন করিল। পিতার মরণান্তর আমি যে বাটী পাইয়াছিলাম তাহা রাজবাটী বলিলেও বলা যায়, কিন্তু কালক্রমে উহাও বিক্রয় করিলাম, এবং এক্ষণে যে একখানি খড়ো ঘর করিয়াছি তাহাও ভগ্ন। যাহাহউক সকলই কপালে, কপাল ভিন্ন কিছুই হয় না।

আহা !

কালে কালে সব মোর বিফল হইল।
জোয়ান পাঠান দ্বারে দ্বারপাল ছিল॥
সুশোভিত অট্টালিকা অতি মনোহর।
ঝুলিত লাণ্ঠান্ ঝাড় তাহার ভিতর॥
ছাদের উপরে ছিল বলবান পাইক।
তাহারা পাহারা দিতো করে হাঁকডাক॥
বৈঠক্খানা তোষাখানা আদি যত ঘর।
নানাবিধ দ্রব্য ছিল তাহার ভিতর॥
আমার সে অট্টালিকা অন্যজনে নিল।
জীবন আমার এবে বিফল হইল॥
তাঁহার আমলে আমি থাকিতাম বসে।

তেতালায় গাঁজাগুলি টানিতাম কসে ॥
এখন দুঃখের ভার ধরায় না ধরে।
ছেঁড়া টেনা পরি আর থাকি খড়োঘরে ॥
পিতার আমলে কি সুখেই আহার বিহার করিতাম, কিন্তু এক্ষণে আহার নিদ্রা কিছুই নাই। পূর্ব্বে ভাল ভাল কাপড় ফি সপ্তাহে প্রায় জোড়া জোড়া ক্রয় করিতাম, কিন্তু এক্ষণে কাচার ভিতর দিয়া কত শত হাতী গলিয়া যায় আর সকলেই আমার প্রতি 'দুর, বাক্য ব্যতীত আর কিছুই বলেনা, দেখ, প্রায় ছমাস হোলো একটা টাকার মুখ দেখি নাই, কেবল একবার জগন্নাথ উড়ের বাটী হইতে একটি ঘটি চুরি করিয়া পাঁচ শিকা পাইয়াছিলাম। তাহাতে পিঠের বেদনা প্রায় তিন দিবস ছিল (ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া) ইঃ বেলাও অধিক হইয়াছে, বাটিতেও অষ্টরম্ভা, তবেতো বড়ই মুস্কিল বাড়ির ভিতর গিয়া একবার বাক্সটা

আনি (বলিয়া প্রস্থান এবং বাক্স লইয়া তৎক্ষণাৎ প্রবেশ) বাক্সটা দেখি দেখি (বাক্স খুলিয়া দেখিতে দেখিতে) এই যে দুইটা পয়সা রয়েচে, হুঁ (সহর্ষে) তবে নাকি মালক্ষ্মী আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন! আর কোন্ লজ্জায় বা ত্যাগ কর্বেন। আমারনিকট অনেকদিন ছিলেন তাই আজ পর্য্যন্ত মায়া কাটাতে পারেন্ নাই, যাহাহউক এখন বাটীতে যাই, এখানে বসিয়া আর কি করিব, পিতার নামটা আমিই ডোবালেম, তাঁর তুল্য হইতে পারিবও না আর হবও না।

ধনেমানে কুলেশীলে পিতা মোর ছিল।
তার বিপরীত হায় আমাতে হইল॥
পাপ নাহি প্রবেশিত তাঁহার দেহেতে।
সকলেতে ভয় পেতো তাঁর কাছে যেতে॥
সকল গুণেতে তিনি অলঙ্কৃত হয়ে।
থাকিতেন সদা কাল পরিবার লয়ে॥
তাঁর সহ মোর সনে করিলে তুলোনা।
ভিন্ন হয় এতাধিক যথা তাম সোনা॥

(কামিনীর প্রবেশ।)

গোপা। এই যে এসেচ! ভাল হয়েছে, এই বাক্স-টার ভিতরে দুটো পয়সা পেয়েছি কি আন্‌বো বল, আর তোমার কাছে দুই চাটে থাকেতো দাও, বেলা অধিক হ-য়েছে, বাজার আবার উঠে যাবে।

কামি। তোমার কি পয়সা চাইতে লজ্জা করে না? যখন বাপের বাড়ি হইতে এখানে এলেম, তখন আষ্টঅঙ্গ সোনা দানায় ভূষিত ছিল, গহনা যা পত্তে হয় তা স-কলি ছিল, এখন সবতো গেছে, আরও পয়সা চাইচো?

পিতার ভবন হতে এলেম যখন।
গহনাতে ছিল অঙ্গ ভুষিত তখন॥
পায়ে মল্ল হাতে বালা, নত ছিল নাকে।
কি সিন্দুর মনোহর চন্দ্রহার কাঁকে।
হাতে পলাকাটি ছিল কাণে কাণবালা।
গলায় মুক্তার মালা যেন চন্দ্রমালা॥
সে সব গহনা তুমি উড়াইয়া দিলে।
কোন্‌মুখে পুন এবে পয়সা চাহিলে॥

গোপা। আচ্ছা, আর বল্‌তে হবেনা আমি বাজারে যাই।

(প্রস্থান।

(সারদার প্রবেশ।)

সার। (কামিনীকে দেখিয়া) বসে বসে মেলা কি ভাবচিসলো, কত্তা কিছু বলেছে নাকি?

কামি। নাবোন এমন কিছু বলে নাই, আপনি আপনি বসে রয়েচি, আরতো বাঁচিনা বোন। জ্বালায় জ্বালায় প্রাণ গেল।

সার। কেন বোন্ তোর কি হয়েচে, খুলে বল দেখি শুনি।

কামি। বলি, আমাদের কত্তাটির গুণতো সব তুমি জান, গহনাপত্র যা যা ছিল সব উড়য়ে দিয়ে আজ বল্‌ছেলো কি দু চা টুটে পয়সা থাকেতো দাও।

সার। মিন্‌সের লজ্জা নাই। আমি হলে মেয়ে নাতিতে মুক ভেঙ্গে দিতুম, তুই যাই মানুষের মেয়ে তাই সজ্জি কচ্চিস্, আমরা হলে দেশ ছেড়ে পালাতেম্, ধন্নি মেয়ে বোন্ তুমি।

কামি। আর বোন্ আমি না সইলে আর কে সইবে।

সারদা। বোন্ তোদের কর্ত্তাটি কোথা গেচে?

কামি। যমের বাড়ী আর কোথা যাবে।

সারদা। মাগো, এমন কথা বলিস্‌নে হাতে খাড়ু গাছটা আছে।

কামি। আর বোন্ মুখে ভাল কথা এসেনা, যেমন "পোড়ারমুকো দেবতা, তেমনি ঘুটের পাঁশ নৈবিদ্য।"

সারদা। ঐ যে কর্ত্তা বাজার থেকে আস্‌চেন, তবে আমি যাই বোন্! (অঙ্গুলিদ্বারা দেখা ইয়া)

কামি। এসো, আবার আসিস্ বোন একলাটি থাকি?

(গোপাল মিত্রের প্রবেশ)

চল চল বাটির ভিতর যাই, অনেক আনাজ কোনাজ এনেচি।

(উভয়ের প্রস্থান)

(হরিহর বাবুর প্রবেশ)

(হরিহর বাবুর বাটি)

অনেক দিন গোপাল বাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই, কি করি এখন কি যাব, নাঃ আর একটু বেলা পড়ুক আর দুঃখের সুখের কথা তার সঙ্গে না হলে আর কার সঙ্গে কব, কেননা।

আমিও ছিলাম এক ধনির সন্তান।
ছোট বড় সকলেতে করিত সম্মান॥
বয়স যখন মোর ষোল কি সতের।
লেখা পড়া ভাবিতাম ভয়ানক গের॥
কিছু দিন পরে মোর পুণ্যের কৌশলে।
নিস্তার পেলেম আমি পিতা মোর মলে
তার পরে ধন পেয়ে আনন্দিত হোয়ে।
টাকা ব্যয় করিতাম বন্ধুগণ লোয়ে॥
গোঁপে চাড়া দিয়েভাড়াকরিতামগাড়ী।
চাদরে আতর মেখে মারিতাম পাড়ী॥
গাড়ী চড়ে বাড়ী বাড়ী ফিরিতাম রেতে।
দরোয়ান্‌বলিত বাড়িতে ফিরে যেতে॥

ইষ্টপিড নেকাল যাও বলিতাম তারে।
শুনে বেটা কথা আর কহিতে না পারে॥
এইরূপে কত সুখ করিলাম ভোগ।
কর্ম্ম কায হোলে সবে এসে দিত যোগ॥
এখন দুঃখের কথা কহিব কাহারে।
ভুচুক্ কাপড়ের তরেফিরি দ্বারে দ্বারে॥
মনোমধ্যে বাল্যকালে ছিল এক ভয়।
মুচ্ছুদ্দির কর্ম্ম আমি পাইব নিশ্চয়॥
কেমনে চালাব কর্ম্ম ভাবিতাম মনে।
হিসাব রাখিব আমি নিজ প্রাণপণে॥
এখন সে সব ভয় দূরেতে গিয়েছে।
পেটেভাত করে আমি আছি প্রাণে বেঁচে॥
এই বেলা একবার গোপাল ভায়ার নিকট গমন করি (কিয়দ্দূর গমন করিয়া) এই যে গোপাল ভায়ার বাটী তবে একবার ডাকি (উচ্চৈস্বরে) গোপাল বাবু ঘরে আছ হে,—গোপাল বাবু।
কে তুমি? (নিকটে আসিয়া) কেও হরিহর বাবু, ভাল আছতো, অনেক দিন আসা যাওয়া নাই কেন, কারণ কি?

হরি। তোমার ও যে কারণ আমারও সেই কারণ।

গো। তবু কি শুনি, কারণ টা বল।

হরি। কারণ কি জাননা, এই পেটে ভাত না হলে বুদ্ধির কথা বেরয় না, পোঁদে রসও থাকে না, কাযে কাযেই কারোর বাড়ীতে যাওয়া হয় না, এই কারণ, আর হাতিও নয় ঘোড়াও নয়।

গো। কেন ভাই, আজ কি খেতে পাও নাই;

হরি। নাহে তা নয়, আজ কাল বড় টানা-টানি হয়েছে ছেলেটি মেয়েটি রাৎ পোয়ালেই ভাত ভাত করে, তাইতে বড় বিরক্ত হয়েছি, তাই ভাই তাদের ভাতই ঠিক করবো না লোকের বাড়ি বাড়ি বেড়াব।

গো। এই জন্যে তোমার মুখে কথা নাই, তার আর কি, এত ভাল, আমার দুটি মেয়ে ছিল, তার একটি না খেতে পেয়ে অক্কা পেয়েছে, আর একটি ক্ষুধা রোগে আজ কাল প্রায় মরে, আর আমি

আমার স্ত্রী না মরি না বাঁচি, আড়া আ-গুলে পড়ে আছি,। তা ভাই তার জন্যে চিন্তা কি পুরুষ বাচ্ছা আমোদ আহ্লাদ কোরে নাও।

ভেবে ভেবে দুঃখ পাবে শুন কথা সার।
ভাবনা ভাবিলে হয় অস্থি চর্ম্ম সার॥
ভাবিলে ভাবনা ভাই ভাল নাহি হয়।
বলিলাম সত্য কথা জানিও নিশ্চয়।
অতএব শুন সখা স্থির কর মন।
আসিয়াছ কি বিষয় করিয়া মনন॥

হরি। এমন কিছু মনে করে আসি নাই, কেবল তোমাকে একটা কথা বল্‌তে এসেছি।

গো। কি কথা ভাই?

হরি। আর কিছু নয়, কেবল তুমি আমাদের বাটীতে আজ একবার যেয়ো।

গো। আচ্ছা ভাই অবশ্য যাব।

(উভয়ের প্রস্থান)

নিতাইও শ্যামলালের প্রবেশ।

নিতা। কেমন ভাই শ্যামলাল, আমাদের যেমন

কপাল এমনতো আর কারোর দেখি নাই. বোধ করি ভূমণ্ডলে আমাদের ন্যায় হতভাগা আর নাই। অন্ধু কি কম মানুষ, ধনি লোকের পুত্র, সৎ-কুলোদ্ভব, সুশ্রী সুন্দর, কিন্তু ভাই গোঁড়া বেটারা জুটে সর্ব্বস্ব ধ্বংস কোরে গেছে, এখন দিন আনে দিন খাই। ভগবান যদি পেট পোঁদ না দিত তাহা হলে বড়ই মজা হতো।

শ্যাম। বল কি হে আমাদের ন্যায় আর কেহই নাই? কত রয়েছে, কত চাও দেখ্‌বে।

নিত্য। কই ভাই কে আছে বল দেখি?

শ্যাম। তুমি আমার দুজন ইয়ারকে জান, সেই গোপাল আর হরিহর তারা কি ছিল আর এখন বা কি হয়েছে।

নিত্য। কি আর হবে, গোপাল আমাদের মত বটে, কারণ পূর্ব্বে সে ভারি লোকের ছেলে ছিল, আর হরিহরতো শুনিচি, গরিব।

রাম। কি বল্যে গরিব? তোমার কি মনে পড়েনা, সেই একদিন তোমাকে নিয়ে বাগবাজারে যাই। গিয়ে এক যায়গায় পোলাও কালিয়ে দম ইত্যাদি দুজনে ভোজন করি। পরে আর এক দিন সেইখানে আট দশ জন জুটে চান্ যাত্রায় যাই।

গরি। হাঁ হাঁ মনে পড়েছে, গিয়াছিলাম বটে, তা কি হয়েছে।

রাম। সেই যার সঙ্গে যার বাটীতে পোলাও খেয়েছিলে, সেই হরিহর, ভাই তারি কথা বলিতেছি।

গরি। (গালে হাত দিয়া) সর্ব্বনাশ! ভগবানের কি মর্ম্ম, সেই কি হরিহর, তবেত আমাদের ন্যায় বিস্তর আছে।

রাম। চল ভাই দুজনে গোপালের বাড়ী যাই সুখের দুখের কথা বার্ত্তা হবে।

নিত্য। আর যাবে কোথা, গোপালের বাড়ী তো ঐ দেখা যাচ্চে, চল ঐ খানে গিয়া ডাকি (বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন)

গোপাল দাদা ও গোপাল ঘরে আছি হে।

গোপা। (নেপথ্য হইতে) কেও আমায় ডাকে?

নিতা। ওহে আমরা তোমার অনেক দিনের বন্ধু, শীঘ্রকরে এসো।

(গোপালের প্রবেশ)

গোপা। ইস্ আজ্ আমার সুপ্রভাত, কি মোনে কোরে এয়েচো ভাই।

শ্যাম। বলি তুমি ঘরের ভিতর হইতে বাহির হওনা কেন?

গোপা। বড় ভয় করে ভাই, এক বেটা ভুটের চারিটা পয়সা ধারী আছে মনে হয় বুঝি শমনের পেয়াদা এসেছে, আর তার কারণও আছে, কেন না দুইবার জেল দর্শন হয়েচে।

শ্যাম। হতে পারে, তা আমরা তো পেয়াদা নই। তা যা হোক্ তোমার কি এই ভয় সর্ব্বদা করে।

গোপা। হাঁ ভাই, শুন তবে বলি।

যদি কেহ ডাকে ভাই, ভয়ে তবে মরে যাই
মনে হয় পেয়াদা কি এলো।
দেখি মনে করি, সর্ব্বদাই ডরে মরি,
উকিমারি গেল কিনা গেল॥
হোয়ে তার পর, দেখি ভাই পেয়ে ডর,
দেখে তার কাছে তবে যাই।
কথা তবে কই. মনে হয় সেই ঐ.
কাছে গিয়া ভয় ভাঙ্গে ভাই॥

শুনলো, আর কি বলিব ভাই; সর্ব্বদাই মনোমধ্যে ঐ আশঙ্কা, তাল গাছের ন্যায় দাঁড়য়ে রয়েছে।

তবে গোপাল বাবু চল আমরা তিন জনে হরিহরের বাটিতে যাই, আর সেও-তো বিস্তর দূর নয়, এখানথেকে দুপা ভূঁই, আর ঐ তার বাড়ী দেখা যাচ্চে তোমরা দাঁড়াও আমি ডাকি: হরিহর বাবু ও হরিহর বাবু।

(হরিহর বাবুর প্রবেশ).

হরি। আমার কি সৌভাগ্য! আজ্ তিন বন্ধুর সহিত দেখা হলো, ভাল ভাল, ঈশ্বর

করুন প্রতিদিন আমরা এই প্রকারে তিন জনে আমোদ প্রমোদ করি।

গোপা। কিহে হরিহর আর যে দেখ্তে পাওয়া যায়না, পর্শু এসে ফিরে গেলাম, আজ কে যে বাড়ীতে আছ এই কত আমাদের ভাগ্যি।

হরি। সে সব কথা পরে হবে, চল আমারা বাহিরে ঐ একখানি খোড়ো ঘর আছে ঐখানে গিয়া বসি (বলিয়া সকলে বসিল) ভাই আমরা চারিজন বন্ধু, সকলেই বড় মানুষ ছিলাম, কিন্তু এক্ষণে গরিবের শেষ, অতএব কোন্ উপায় স্থির কর যাহাতে চার্জ্জনেই সুখে থাকতে পার্বো।

নিতা। ভাল পরামর্শ বটে, কিন্তু আমার যে আয় পয় তাতে বোধ হয়, যে আমার কখন আর ভাল হবে না।

শ্যাম। তুমিই গরিব হয়েচ তা আয় পয়কে কেন দোষ দাও আমার যে কপাল তা যদি বলি তা হলে তোমার আক্কেল গুড়ুম

হয়ে যাবে ।
যখন হইল জন্ম জননী উদরে ।
মরে গেল পিতা মোর ভয়ানক জ্বরে ॥
ভুমিষ্ট হবার কালে পুড়ে গেল ঘর ।
এমতে নিলাম জন্ম আমি বংশধর ॥
তার পর বার বার কত দুঃখ সয়ে ।
বাঁচিয়া রয়েচি ভাই দেহমাত্র লয়ে ॥
শুন্‌লো ভাই আমার মত পোড়া কপা-
ল আর কারোর নাই ।

পা। ভাই আমার একটি মেয়ে আছে তার বয়স প্রায় সাত আট বৎসর হয়েচে, বিবাহ দিবারও সংগতি নাই, তবে কোন উপায় ঠিক কর দেখি যদি কিছু হয়, দেখা যাক্‌ ।

তোমার এই ভাবনা ! এর জন্যে তুমি আবার ভাবচো, মেয়েটি তো বেশ সুশ্রী তার বিবাহের জন্যে ভাবনা, কত কত বেটা পায়ে পড়ে গড়াগড়ি দেবে, আর আমার ভাবনা শুনবে তো শোনো ।

হয়েছে সন্তান এক অপূর্ব্ব গঠন।
তাহার রূপের ছটা হুঁকার মতন।
পায়ে গোদ তায় কাণা অতি অপরূপ,
হাত নুলো কাণে খাট ভোঁদড় স্বরূপ।
তাহার আকার দেখে বিকার জন্মেছে।
মরে গেলে ভাল হয় বালাই হয়েছে।
টাকা কড়ি নাই হাতে মরিতেছি ভেবে
কেমনে বিবাহ তার হইবে গো এবে।
গোড়া মুখ আলো করে বাঁচিয়া রয়েছে
ছেলে নয় পোঁদে যেন মুগন হয়েছে।

গোপা। ইঃ তাইতো হে এ যে মহা ভাবনা হবেইতো ছেলেটির শতেক দোষ একটি আদটি নয়, কাণা, গোদা, কালা, নুলো আবার রং যেন হুঁকার রং, তবে তো বিবাহ দেওয়া বড় শক্ত হইবে।

হরি। আরো কিছু দিন যাক্ তবে তার বিবাহ দিবার উদ্যোগ করিব।

নিত্য। তা যাহা হউক, বলি হরিহর দাদা এক দিন্তো মদ কাকে বলে তাতো

নি না, তবে আমাদের এক দিন আচ্ছা
করে পটিয়া দাও।

ভাই! তোমরা মদের নাম কত্তে না কত্তে
আমার গায়েতে কাঁটা দিয়েছে, মদ
এমনি উত্তম দ্রব্য!

। ভাই মদ খেয়ে ৬০ হাজার টাকা উড়ি-
য়ে দিয়েছি, আর কি বা বলবো, পেটের
ভিতর তিন চার খানা শুঁড়ীর দোকান
রয়েছে।

ভাই! আমরা চারি জন বন্ধু। আচ্ছা,
এর মধ্যে কে কি নেশা ভালবাস বল!
পেটে রেখ না।

। আমি ভাই মদ বড় ভালবাসি, তবে
না, গুলি পেলে আর কিছুই চাই না।

। আমি গাঁজা পেলে আর কিছুই চাই না।
আমিতো গাঁজার দাস।

। আমি ভাই মদটা বড় ভালবাসি,
আর গাঁজা এক আদ্ ছিলিম পেলে
ভাল হয়, আর দুবেলা দুই পয়সার আ-
ফিম খাই, কিন্তু চরস এক টান পেলে

ছাড়ি না, আর পয়সা নাই, তাই গুলি খাইনে।

হরি। তাই বলো তুমি ৬০ হাজার টাকা নে ফুকে দিয়েচো, পাঁচ পাঁচটা নেশা, কম কথা. তোমার হাই শুঁকলে নেশা হয়।

শ্যাম। তবে হরিহর বাবু! তুমি কি ভালবাস একবার বল?

হরি। আমি ভাই আফিম বড় ভালবাসি,
আফিমের নেশা ভাই অতি চমৎকার।
কিঞ্চিৎ খাইলে মন করয়ে গুলজার॥
এমন সরেস নেশা না পাইব আর।
আফিম খাইব আমি ভাবিয়াছি সার।
যাহা হউক মদ গুলি এবং আফিম
এদের গুণ সকাদেব পঞ্চ মুখে সম্পূ[illegible]
রূপে বর্ণনা করিতে অসমর্থ।

গোপা। মদ, গুলি, গাঁজা, আফিম, চরস, সক
লই ভাল, এর মধ্যে কোনটার দোষ
দিব, যে না মদ খায় তাকে আমি পশু

বল্লি। তারা কি মানুষ, আর আজ কাল সকলেই ও বিষয়ে রত।

...। তুমি ভাল বল্‌চো, কিন্তু সকলে মন্দ বলে.

...। (রাগত) যে বেটা মন্দ বলে, সে বেটার হাড়ে অন্ন বাড়ে মাটি হয় না। মদ অমূল্য সামগ্রী, এর তুল্য আর কি আছে? মদের দোষ বলিলে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হয়।

...। আচ্ছা ভাই তবে মদের কি কি গুণ এক বার বল দেখি শুনি। প্রাণ টা জুড়াক।

...। শুন্‌বে তবে শোনো।

সাদেরে মদের নেশা অতি চমৎকার।
যাহাতে পেলেম দুঃখ প্রতি বারে বার॥
যখন শুঁড়ির বাড়ী হাড়ী হয়ে যাই।
কেমন সুখেতে বোসে কোসে মদ খাই॥
যখন গেলাশ দুই উদরেতে পড়ে।
আনন্দিত হয়ে মন একেবারে নড়ে॥
ঝাল ঝাল টক্ টক্ মিষ্টি মিষ্টি লাগে।
কোন নেশা ভাল নয় মদ্‌কার আগে॥
পৃথিবীতে মদ যদি অভাব হইত।
প্রাণ লয়ে যমালয়ে সবে পলাইত।

ভূমণ্ডলে কেহ যদি মদ না খাইত।
পৃথিবী হইতে লক্ষ্মী পলায়ে যাইত ॥
যে জন কখন মদ করিয়াছে পান।
সেই জন না ছাড়িবে যদি যায় প্রাণ ॥
ধনী লোক ধন নষ্ট করে এর তরে।
জ্ঞানী লোক দুঃখি হয়ে যথা ভিক্ষা করে ॥
গঙ্গা যদি একবার মদ কর ভাই।
টুপ টুপ জল দিয়ে ঢুক ঢুক খাই ॥
এর তরে কত টাকা করিলাম ব্যয়।
এর জন্যে মোর ভিটে লক্ষ্মী নাহি হয়
বাবু ভেয়ে এর তরে মাথে ঝাঁটা খায়
এর তরে কত লোক হরিং বাড়ী যায় ॥
মদের পরেতে যদি লুন ছোলা খাই।
সশরীরে উর্দ্ধ মুখে চতুর্ব্বর্গ পাই ॥
এমন সুস্বাদ দ্রব্য নাহি ত্রিভুবনে।
এর গুণ ধরাতলে জানে সর্ব্ব জনে ॥
যে জন ইহাকে খায় সেই জন সুখি।
ইহা যাঁরে খায় সেই হয় মহা দুঃখি ॥
"শ্রীমদ,, ইহার নাম জানিত রাখিব।
সুখে বোসে কসে কসে আলিঙ্গন দিব ॥

যত দ্রব্য দেখ ভাই মদ তার মূল।
মদেতে সবার ভাই আছে জাতি কুল॥
এ মদ যে জন ভাই না করেছে পান।
আমরা তাহাকে কহি বৃথা তার প্রাণ॥
অজ্ঞান মানবগণ মদ নাহি খায়।
সেই জন্য শীঘ্র শীঘ্র যমালয় যায়॥
অতএব হরিবলে মদ খোলে নাও।
কালী বোলে গ্লাশ ভোরে মুখে ঢেলে দাও॥
অতএব মদ আমি বড় ভাল বাসি।
মদ খেয়ে হরি বোলে চলে যাব কাশী॥
কেমন ভাই শুনলো মদের গুণ, একে
যে না পান করে সে গরু, আহা! ব্রহ্মা
পঞ্চ বদনে মদের গুণ বর্ণন করিতে
অসমর্থ!

আচ্ছা নিতাই বাবু কি ভাল বাসো এক-
বার আমাদের শোনাও।

নি। আচ্ছা শোন ভাই।

গাঁজা ছাড়া সব নেশা করি আমি ভাই।
গুলি মদ আদি কোরে কিছু বাকি নাই॥
গুলি বড় ভালবাসি সকলের চেয়ে।

যার জন্যে গেল কাল লাথি ঝেঁটা খেয়ে
ন পুরিয়া আমি তাই প্রতিদিন খাই।
পেয়ারা গোলাপযাম চাটি, করি তাই
ঝুম হোয়ে ঘুম যেয়ে বাটিতে আসিয়া
মুসুড়ডাল ভাত খাই উদর পুরিয়া॥
যে জন ইহার ভক্ত তার দিব্য রূপ।
ভুবন ভিতরে নাহি তাহার স্বরূপ॥
রাজার স্বরূপ তার অবয়ব হয়।
পেট ফোলে চক্ষু তার কালা পোড়ে
রাস্তায় মধ্যেতে খানা দেখে বারমাস
কিছু দিন গত হলে হয় যথা কাশ॥
অতএব গুলি আমি বড় ভালবাসি।
গুলি খেয়ে এইবার চলে যাব কাশী॥
শুনলো ভাই গুলির গুণ, এখন শ্যামল-
বাবুর কি বক্তব্য আছে বল।

শ্যাম। আমার এমন কিছু বক্তব্য নাই যা আ…
ত্য বলি। তোমরা তো জান যে আ
মার পিতা পিতামহ চদ্দো পুরুষ গাঁজা
খেয়ে গেছে, কাযে কাযেই আমার গাঁ…
জার নাড়িতে জন্ম, তাই জন্যে এ…

নেশাটা অতিরিক্ত ভালবাসি, গাঁজার গুণ
যে শোনে সে অস্থির হয়ে থাকে।
গাঁজাকে সর্ব্বদা আমি বলি বড় দাদা।
ইহাকে টানিলে ভাই নাহি হয় গাধা॥
বোমবোম শিব বোলে মারি কোসে দম।
সেই টানে কেসেং হই দম শম॥
গাঁজা মলে দেখ দেখি হাতে মোর কড়া।
গাঁজা মলে দেখ ভাই ভেঙ্গে গেছে নড়া॥
দোক্তা যদি এক রোজ হয় কিছু অল্প।
যেথা সেথা বকে মরি আর করি গল্প॥
এমন সুখের নেশা আর নাহি পাব।
জন্ম জন্ম এক ভাবে এরে আমি খাব॥
গাঁজা মোর প্রাণধন গাঁজা মোর মান।
এক টান খেলে পরে নাহি হয় জ্ঞান॥
প্রতিদিন কুড়িটান যদি পাই ভাই।
তাহা হলে বড় সুখে দিনটা কাটাই॥

হরি। তবে গোপাল বাবু আপনি মদটা বড় ভালবাসেন।

গোপা। হাঁ ভাই, আমি মদ গাঁজা দুই ভাইকেই বড় ভালবাসি। কারণ

মনসাধে মদ পদে মন সমর্পিয়ে।
একেবারে মস্গা করে গেছি ভাই বঁয়ে
সেই জন্যে এরে আমি বড় ভালবাসি
এইবারে মদ লয়ে চলে যান কাশী॥

হরি। ভাল ভাই, মদ যেন তুমি বড় ভাল বা[illegible]
আর, তুমি যেন তার দাস আ[illegible]
তোমার বাঁশফুক * তা মদ আর গাঁ[illegible]
কে দুই ভ্রাতার ন্যায় সমান কল্লে কে।

গোপা। তাই জাতো জানে না, ব[illegible]
মদ গুলি গাঁজা তিন সহোদর ভাই।
চণ্ডু বিনা ইহাদের বাবা কেহ নাই॥
আফিম এদের হন জেঠার স্বরূপ।
যাহারে খাইলে হয় জেঠার স্বরূপ॥
মদের হয়েছে এক অপূর্ব্ব সন্তান।
তাড়ি রাজ-নাম যারে সবে করে পান
গাঁজার রাজার মত এক পুত্র আছে
সর্ব্বদা ফেরেন তিনি বাবুদের পাছে॥
চরস তাহার নাম অতি চমৎকার।
যাহা খেলে রগ ধরে রূপ অন্ধকার॥

---

* অর্থাৎ যে গুরু ক্লেশ দেয়।

গুলির ছেলের নাম জটাধারী সিদ্ধি।
যাহারে খাইলে হয় হত বুদ্ধি বৃদ্ধি॥
ইহাদের আছে এক ক্ষুদ্র প্রাণী দাস।
গুড়ুক তাহার নাম জানিহ নির্যাস॥
সে যাহা হউক এখন আমার ছেলেটির
বিবাহের কি উপায়?
উপায় আর কি! নিরুপায়, তোমার বা-
টীতে তো এক কড়া কাণা কড়ি নাই
সকলই ভোঁ ভোঁ।

নরো। ভাই! আমি এক পরামর্শ স্থির করিয়াছি
বোধ হয় তোমাদের মনোমত হইবে।

হরি। কই কি বল দেখি।

সভা। দেখ ভাই এই কলিকাতা সহরে কত
শত ধনী লোক বাস করিতেছেন। এক
জনের নিকট গিয়া তাঁহার খোসামোদ
করত কিঞ্চিৎ অর্থোপার্জ্জন করা যাক্,
তা হলেই তোমার অভিষ্ট সিদ্ধ হইবে।

গোপা। উত্তম পরামর্শ হইয়াছে কিন্তু কোন
বাবুর নিকট যাইবে ঠিক কর।

শ্যাম। আমি তা আগেই ঠিক করিয়াছি: ঐ

ও পাড়ায় এক জন যুবা পুরুষ সম্প্রতি তার বাপের অগাধ বিষয় প্রাপ্ত হই য়াছে, চল তাহারি নিকটে যাই। কিন্তু ভাই খোসামোদ করিলে যে সে টাকা দেয় এমন তো বোধ হয় না, কারণ খোসামোদ করিলে গোলামের ন্যায় থা কিতে হয়॥

হরি। তবে কি রূপে তাহার নিকট হইতে অর্থ বাহির করা যায়।

নিতা। কেন, প্রথমে তাঁহার নিকটে আমি বা হইয়া গমন করিব, পরে অল্প দিবসের মধ্যে তাহাকে আমি মদ্‌কা পান করিতে শিখাইব, এবং তাহা হইলে অনায়াসে কৃত কার্য্য হইতে পারিব।

গোপা। হাঁ উপযুক্ত পরামর্শ হইয়াছে (স্বগ আহা সে বেচারি এই বারে মারা পড়িবে আমরা পোঁদে লাগলে আর কি রক্ষা আছে [প্রকাশে] তবে তুমি ও বার বাড়ী যাও গিয়া এক খানা ভাল কাপড় ভাড়া করিয়া আন, আর বাজার

হইতে আদপয়সার পচাচিংড়ি আন,
তাই খেয়ে দেয়ে আজ বৈকালে সেই
বাবুর নিকট গমন করিও।

ইহা আমার মনোমত হইয়াছে কারণ
"ইয়ারকি„ ভিন্ন আজ কাল অর্থো-
পায়ের আর উপায় নাই আর সে প্র-
সন্ন বাবু অতি দাতা লোক (স্বগত)
যাহা হউক অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছি।

চিন্তিত মদীয় মন হইয়াছে অতি।
কিরূপে করিব আমি পুত্রটির গতি॥
হাতে কিছু টাকা নাই করি কি উপায়।
চতুর্দ্দিকে দেখিতেছি সব নিরূপায়॥

নিতা। তবে ভাই আমিও শ্যামলাল দুজনে সেই
বাবুর বাটীতে যাই।

(ইহা বলিয়া উভয়ের প্রস্থান)

এখনকার কাল বড় ভয়ানক হইয়াছে,
দেখ আগে খোসামোদ-প্রিয় বাবুদের
নিকট গমন করিলে বাজার খরচটাও
পাওয়া যাইত কিন্তু এক্ষণে নারীকেল-
মুড়ী ভিন্ন আর কিছুই পাবার সম্ভাবনা

নাই, তার সাক্ষী আমরা যখন বড় মানুষ ছিলাম তখন কত বেটা গালা গালি খেয়ে পয়সা লয়ে যেতো, পূর্ব্বে যে বেটারা আমাদের খোসামোদ করিত এখন তাদেরু টিকি দেখ্‌তে পাওয়া ভার।

চৌপদী।

দুঃখ কথা বলি কায়, বুক্‌তো ফাটিয়া যায়
করি সদা হায় হায়, ভেবে আর বাঁচিনা।
টাকা কড়ি কোথা পাই, কিছু নাই আজ খাই
সব নিলে শুঁড়ি ভাই, কেন আমি মরি না॥
কত টাকা আগে ছিল, সব যেন শনী নিল
ভূত যেন স্বপ্ন হলো, বর্ত্তমান যায় না।
ভবিষ্যৎ এসে পরে, যদি কিছু দেয় পরে
আনিব সত্বরে ঘরে, আর মদ খাব না॥
মদের কি গুণ ভারি, সদা করে মারি মারি
খাইতে নাহিক পারি, মদ কি গো যাবে না॥
শুঁড়ি খানা পুড়ে যাগ্, শুঁড়ি মুণ্ড বাগে খাগ্
শুঁড়ি যমালয় যাগ্, মরেও কি মরে না॥

কেন ভাই তুমি এতো খেদ করিতেছ, মদটা ছাড়িতে পারিলে না, মদ খেয়ে কত টাকা গেল তবু মদ ছাড়বে না, দুই এক ছিলিম গাঁজা খাও, কিম্বা একটু আফিন খাও, সুদু মদ খেয়ে ফদ ফদ কোরে বকলে কি হবে।

! তুমি অধিক বোকো না কর্ম্ম কায থাকে তো প্রস্থান কর।

আচ্ছা আমি চলিলাম। (প্রস্থান)

কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! (স্বগত) বলে কি মদ ছাড়, গাঁজা খাও, আরে আমার কপাল, যে মদ ছাড়ে সে কি গাঁজা ছাড়তে পারে না, অবশ্য পারে। নেসা করবেনা তো কিছুই করবেনা। নেসা নামটাই মন্দ। আমাকে আবার উপদেশ দিচ্ছিলেন আমি কত গন্ধ পুড়িয়ে খেয়েচি।

(রাম কৃষ্ণের প্রবেশ।)

কেহে এত রাত্তিরে গন্ধ পোড়া খাচ্চো।

বাঁন্দে আর বিলম্ব শয়না।

গোপা। গরু নয় হে গুরু, গুরু বল্‌তো গরু বেরি-
য়ে গেচে।

রাম। সে ব্রাহ্মণের উপর এত রাগ, কারণ কি

গোপা। তাঁর উপর রাগ নয়। এই তোমাদে
হরিহর বাবু আমাকে উপদেশ দিচ্ছিলে

রাম। আমাদের হরিহর বাবু কেমন কোরে
আমরা তো রাঙ্গা জল আর জটাধা
খাইনা। অতএব তোমাদের হরিহ
বাবু। তা সে কি উপদেশ দিয়েছে।

গোপা। বলে কি, যে পয়সায় মদ খাও সে
পয়সায় বাজার হাট কোর্‌ত্তো অ
এক আদ্ ছিলিম গাঁজা খেয়ো।

রাম। বিলক্ষণ সে বেটার কথা তুমি কখন শু
না, আমি বলি শুন, মজাকোরে ম
খাবে তবে তো বাপের নাম থাক্‌
বাপ কি বেটা সিকাই কি ঘোড়া, কু
ন্যাই হ্যায় তো থোড়াং।

গোপা। বটেতঃ ভাই, একটু মদ খেলে
লোকে বয়ে যায়। হাঁ পাগল হয়ে

মদ খেলে ভদ্র হয়, আর কি দোষেই বা তাকে ত্যাগ কর্বে।

[illegible]। ওহে ঐ কে আসিতেছে দেখ দেখি ভাল কোরে।

[illegible]। তাইতো, হাতেতে মদের ভাঁড়, আ-সিতেছে যেন সাঁড়, নাচিতেছে কি বাহারে পট্টবস্ত্র পরিয়া।
কপালে তিলক ফোঁটা, বেটা বড় গেঁটা গোঁটা, টলিয়া পড়িছে বেটা কালী নাম বলিয়া॥

(সদানন্দ গোস্বামীর প্রবেশ।)

[illegible]। কেও রামকৃষ্ণ না কি ? (মাতাল হইয়া)

রাম। প্রণাম মহাশয়, আজ একপ দেখিতেছি কেন। আপনি একজন প্রধান গো-স্বামী। এ কর্ম্ম কোথা শিক্লেন।

[illegible]। শুঁড়ির বাড়ী আর কোথা। (বলিয়া পতন)

রাম। একি মহাশয় উঠুন২ (বলিয়া উত্তোলন)।

(দুই জন পাহারা ওয়ালার প্রবেশ।)

প্রথম। হিঃ বেটা বড় মদ খেয়েচে, চল বেটা চল।

দ্বিতীয়। ধর্ বেটার হাত ধর। (বলিয়া কোলা দ্বারা লইয়া গেল।)

রাম। রামং মহাভারত! আমার গুরু এরূপ ব্যবহার হইয়াছে।

গোপা। মহাশয় উনি গুরু নন, গরু. যাহউক বুলবুল লড়াই দেক্‌তে যাবে।

রাম। আর ভাই বুলবুল লড়াই দেবে কি। যাঁহারা এ বিষয়ে টাকা ব্যয় করেন তাঁহারা বুঝেও বোঝেন না দেখেও দেখে না, যে সমস্ত টাকা বিষয়ে খরচ হয় তাহা যদি গরিবদিগের প্রতি বিতরণ করা যায় তাহ হইলে ঐ ধন সার্থক। নচেৎ ইহা কি বল পাগলামি।

গোপা। তুমিতো বল্যে পাগলামি যাদের ঐ বিষয়ে সক আছে তারা কি বল্‌বে।

(দুই গোঁড়ার প্রবেশ)

প্রথম। ভাই আমাদের জিৎ! কারণ আমাদের দু পাকি জীৎ আছে।

দ্বিতীয়। (চপেটাঘাত করত) বেটা! যত ব

মুক তত বড় কথা, তোদের জিৎ, আমা-
দের জীৎ হলো?
তুই যে আমাকে মাল্লি, আচ্ছা দাঁড়া
তোকে দেকাচ্চি (বলিয়া কোটী বন্ধন)
(এমত সময়ে গোপাল ও রাম কৃষ্ণ
দুই জনকে নিবারণ করিল)
কিরে বেটারা একবারে বয়ে গেচিস্
এমন গোঁড়াম কোথায় শিখেছিলে,
ধিক্ তোদের, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়
উলু খাঁকড়ার প্রাণ যায়, তোদের তাই
হোলো! যা বেটারা দূর হ?
(গোঁড়াদের প্রস্থান)
কি আশ্চর্য্য! মনুষ্যের গোঁড়াম মনুষ্যো-
ই করে, গোঁড়াম কি জীবন ধারণের
উপায়? ভগবান্ হস্ত পদাদি করে
কিনা দিয়াছেন। তবে কেন মনুষ্য
এপ্রকার করে।
। মহাশয় যাহা বল্লেন যথার্থ, কিন্তু এক-
টা কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনি কোন্
ধর্ম্ম মানেন।

রাম। কেন এ কথা জিজ্ঞাসা কল্লে! এ যেমন ধান ভাঙ্গিতে শিবের গীৎ কি কথা হচ্ছিলো কি কথা আন্‌লো! যাহা-হউক আমি হিঁদুয়ানি মানি। তুমি কি মান!

গোপা। আমি কি মানদো ঠিক পাইনা, কখন দিনে রাম কখন বিবিতে কৃষ্ণ মানি —

গোপা। আরে তুই বোকা এমন কদাচ করিসনে দু নায়ে পা দিলে কি হয় জানিসতো. সাবধান। আবার রাম খোদার মতন হবি।

গোপা। রামখোদা কি ভাই একবার বলনা শুনি!

রাম। আচ্ছা শুন।

পথেতে যাইতেছিল হিন্দু এক জন।
মুসলমান সহ তার হলো দরশন॥
মুসলমান বলে মোর খোদাই যথার্থ।
হিঁদু বলে দূর বেটা রাম মোর সত্য॥
এইরূপে দুইজনে বিবাদ বাধিল।
রাগেতে রহিদু ভায়া গালাগালি দিল॥

তখন সে দেড়ে বলে শুন মোর ভাই।
পর্ব্বত উপরে চল উভয়েতে যাই॥
এতবলি ক্রোধ ভরে তথায় চলিল।
অল্পকাল মধ্যে তারা পর্ব্বতে উঠিল॥
হিঁদু বলে শুন ওহে দাড়ি ওলা ভাই।
উভয়েতে ক্রমে ক্রমে নিচে পড়ে যাই॥
যাহার দেবতা তাই যথার্থ হইবে।
তাহার শরীরে কভু ছোট না লাগিবে॥
কায়মন বাক্যে হিঁদু ভাবিয়া শ্রীরাম।
পড়িল পর্ব্বত তলে ডাকিয়া ও নাম॥
কিছু চোট না লাগিল হিঁদুর শরীরে।
দেখে বেটা দাড়িওলা ডাকে সত্যাপিরে॥
হাবা হয়ে বলে বাবা কাহারে ডাকিব।
সত্যাপির শিনা আমি ভাল করে দিব॥
যদি মোর খোদা এসে না করে আশ্রয়।
রাম খোদা বলে পড়ি যাকপালে হয়॥
এতবলি খোদাকে সে অনেক চিন্তিল।
রাম খোদা রাম খোদা বলিয়া পড়িল॥
বড়িবা মাত্রেতে বাছা গেল যমদ্বার।
হিঁদু ভায়া বলে মোর রাম নাম সার॥

শুনল্লে ভাই রাম খোদার গল্প, কিঃ
কলিকাতা সহরের প্রায় সকলেই রা
খোদা, যাহাদের ইংরাজেরা ইয়ং বেঙ্গ
ল কহে।

গোপা। তবে চল ভাই বাড়ি যাওয়া যাক্,
একে শনিবার তায় শ্রীমদ বিহনে।
উড়ু উড়ু করে মন বাঁচিব কেমনে॥
যদি কোথা কিছু আজ টাকা কড়ি পাই
শনিবার তবে আমি সুখেতে কটাই॥

রাম। তবে চল্ বাটী যাওয়া যাক্।

(উভয়ের

চার ইয়ারে তীর্থযাত্রা।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

(গৌরদাস বাবাজীর প্রবেশ)

গৌর। (স্বগত) গৌর২ রাধাকৃষ্ণ, হরি পার কর, একবার এ দীনের প্রতি দয়া করিয়া দৃষ্টিপাত করুন?

তোমার ভরসা হরি করি হে সর্ব্বদা।
পামরের প্রতি দৃষ্টি রেখ প্রভু সদা॥

হায় এখন কি কাল পড়েছে অতি ভয়ানক, বুড় হইচি, ছেলে পিলেদের যদি একটা কথা বলি তো অমনি হাড় গোড় ভাঙ্গা দ করে দেয়। এই দেশে ইংরাজ বাহাদুরেরা যে পর্য্যন্ত আগমন করিয়াছেন, সেই পর্য্যন্ত এই দেশের যুবক গণ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করত, কেহ বা নাস্তিক, কেহ বা খ্রীষ্টিয়ান্ কেহ বা ব্রহ্ম

ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছেন। বাঁকা সিঁতে ভিন্ন পথ চলা হয় না, ভাল যাদের দু টাকা সঙ্গতি তাঁরাই করুক, তা নয়! কি মজুর, কি বাবু, সকলেই সমান।

কতগুলি বাবুগণ, হয়ে সবে ভিন্ন মন,
ছিন্ন ভিন্ন কল্লে হিঁদুয়ানি!
কি কব দুঃখের কথা, পাইতেছি মর্ম্মে ব্যথা,
দেখে শুনে রুদ্ধ হল বাণী॥
পায়েতে ইংরাজী জুত, রূপে যেন কাল ভূত,
শুঁত খায় বাড়ীতে পিতার।
মায়ে মারে ঝেঁটা লাথি, হইয়ে নেসার সাথি
ভিটে মাটি চাটি করে সার॥

কিন্তু সকলেই যদি এই প্রকার আপনং ইচ্ছামত কর্ম্ম করিত, তাহা হইলে কি ভয়ানক ব্যাপার হইত। যে কাল পড়েছে, তাতে একটা পয়সা পাওয়া ভার, পূর্ব্বে রাশিং পয়সা পেতেম, এখন একটাও পাই না। দেখে শুনে পেটের ভিতর হাত সেঁদিয়ে গেছে। পূর্ব্বে পাড়াতে যদি এক আদটা বিবাহ হইত

তাহা হইলে গ্রামভেটির টাকার কিছু কিছু বক্‌রা পেত্তেম, এখন কন্যা কর্ত্তারা না দিয়ে আপনারাই গাপ করেন, দৈবাৎ দু এক জন দেয়।

ত্রিপদী।

বঙ্গদেশ ভিতরেতে, আর এই সহরেতে,
আছে এই চলিত দাস্তার।
বিবাহের রাত্রিকালে, বরকর্ত্তা কুতূহলে,
ভেটি দেন এই তার ভার ॥
পাড়া মধ্যে কর্ত্তা যিনি, টাকা হাতে লন তিনি,
লয়ে তাতে কিনিয়া সন্দেশ।
দেন প্রতিবাসিগণে, প্রফুল্লিত হৃষ্ট মনে,
ভাবে তারে দি আমরা বেশ ॥
কিন্তু আজকাল যার মেয়ে, সেই বেটা যায় ধেয়ে,
ধেয়ে গিয়া টাকা হাতে করে।
দিন দুই থাক্তি হলে, হাটখোলা যান চলে;
চাল কিনে নিজ পেট ভরে ॥
এই রূপ ব্যবহার, দেখে আমি চমৎকার
ব্যব্সা হলো কন্যার বিবাহ

এবে যার কন্যা নাই, কি হবে গো ভাবি তাই,
তার পক্ষে উপযুক্ত দায়।
যত বেটা পাজি হয়ে, গ্রাম জেটি টাকা লয়ে,
সংসারের খরচ চালায়।
উহাদের মৃত্যু নাই, সদা আমি ভাবি তাই,
কন্যা হলে বড় সুখ পায়।
কি আশ্চর্য্য, হরি পার কর দিনবন্ধু, একটা শিষ্য ছিল, তার এখন দেখা পাওয়া ভার, কোথা কোন বাবুর সংগে জুটেচে, তাই আর দেকতে পাই না।

(গোপালের প্রবেশ।)

গোপা। কেও ঠাকুর মহাশয়, প্রণাম হই! ভাল আছেন তো, বড় কাহিল হয়েচেন, হরিনামের ঝুলি পর্য্যন্ত কাহিল, ব্যাপার খানা কি ?

গৌর। আর বাপু! না মরি না বাঁচি, আড়া আগলে পড়ে আছি, না বেঁচেই বা কি করি, কিন্তু বাপু যে কাল পড়েছে তাতে আর বেঁচে কি সুখ, মৃত্যু হওয়াই শ্রেয়। তা যা হউক তুমি এখন কি কর, টাকা

কড়ি কিছু মিল্‌চে, আর তোমার হরি-
হর বন্ধুটি কোথা গেছে।

াপা। আজ কাল কিছু পাচ্চি, যে এক বাবু
পেয়েছি, সেই আমার লক্ষ্মী লাভ সে
আর কিছুই চায় না, কেবল খোসামোদ
করিলেই ডানহাত ঝাড়ে। আর হরি-
হর, কোথা গেছে, এলোবলে!

ীর। ডানহাত ঝাড়া কি? ডানহাত দিয়া
তো নাক্ ঝাড়ে, তাই বুঝি দেয়!

াপা। আর তামাসায় কায নাই মহাশয়, এই
একটি সিকি আছে লন, আমার যা
সঙ্গতি আমি তা দিলাম।

ীর। একটি সিকিতে আমার কি হবে, আর
কিছু দেবেতো দাও।

(হরিহরের প্রবেশ)

র। কেও ঘটক মহাশয়! ভাল আছেন তো,
অনেক দিন দেখতে পাইনে কারণ কি।

টক। আর বাবু, টাকা কড়ি হাতে নাই তাতে
চাল ডাল যে আক্রা, ঘুরে প্রাণ গেল,
সাঁইবনের নন্দদুলাল হয়েচি; আর করি
কি।

হরি। আচ্ছা আমার ছেলেটির বিবাহ নির্ব্বাহ করিয়া দাও, আমি তোমাকে একশত মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিব,আর আপনার চরণের ছুঁচো হয়ে রব।

গৌর। আচ্ছা আমি মেয়ে অন্বেষণে চলিলাম।

(বলিয়া প্রস্থান)

হরি। ভাই গোপাল তোমার যদি কিছু হাতে থাকে তো এই বেলা মেয়েটির বিবাহ দাও।

গোপা। তোমার সে কথায় কায কি, তুমি আপনার চরকায় তেল দাও, তুমি আপনার ছেলের বিবাহ আগে দাও তারপর অন্যকে বোলো।

(নিতাই ও শ্যামলালের প্রবেশ)

গোপা। আরে কিহে নিতাই কিছু কর্ত্তে পেরেচ, না গোঁড়ামই সার।

নিতা। বেশ পেরেচি, চারিজনের ভাতের সমস্থান কোরে এসেছি, আর এইবারে আমাদের কপাল ফিরে যাবে, সে কার বোলেচে কি জান?

...র। কি বলেচে হে, বল না শুনি।

...তা। বলেচে যে আমাদের চারিজনকে মাসান্তরে ছয় টাকা করিয়া মাহিনা দিবে কিন্তু প্রতি দিন তার কাছে রাত্রিতে যাইতে হইবে। আর গোপালকে আমি আগামি ৮ টাকা দিয়েচি।

...্যাম। ওহে ভাই নিতাই বাবুর আজ আসিবার কথা আছে ঐ দেখ বুঝি আসচেন।

...তা। হাঁহে ঐ যে তিনি এই দিগেই আসিতেছেন।

(দুই গোঁড়ার সহিত প্রমথ বাবুর প্রবেশ)

চারিজন। আসিতে আজ্ঞা হউক মহাশয়।

...পা। অদ্য আমাদের সুপ্রভাত, কারণ মহাশয়ের এস্থানে পদার্পণ হয়েছে।

প্রমথ। এর আর সুপ্রভাত কি, তুমি আমার বাটিতে আসবে আমি তোমার বাটিতে যাব, এতো ভদ্রলোকের উচিত যাহা হউক, শিবচন্দ১ একটা গল্প বল শুনা যাক্।

---

১ প্রথম গোড়ের নাম শিবচন্দ্র দ্বিতীয়ের নাম রসিকলাল।

শিব। যে আজ্ঞা মহাশয়, কিন্তু আমি যেমন গাঁজা খোর, আমার তেমনি গল্প, শুন্ "এক রাজা আছে তারা দুই মায়ে ঝিয়ে,, তার পর রাজা মৃগ স্বীকার করিতে একটা খুরুল পুষ্করীতে গমন করিলেন, রাজার বন্ধুবর্গ কেহ গাড়িতে কেহ পাল্কিতে, কেহ্ বা নৌকাতে সকলে গলা ধরাধরি কোরে চলিলেন, এমত সময়েশনি রাজাবমুণ্ড লইয়া পলায়ন করিল তাহাতে রাজার দুই চক্ষের জলে কাপড় ভেসে গেল।

প্রসন্ন। হা! হা! হা! হা! আর বোলতো হবে না। ভাল গল্প বটে, আমরা যেমন আমোদের লোক শিবে বেটাও তেমনি জুটেছে।

রসি। আর বিদ্যা প্রকাশে কায নাই, ফাষ্টরেট গাঁজা ভুরি গল্প।

প্রসন্ন। কেনহে রসিক তুমি ওর পোঁদে লাগ, তুমি বড় বেরসিক।

শিব। উনি আমার কি? সকলেরি পোঁদে লা-

গেন, তার কারণ এই, যে উনি বিষ্টা

(সকলে হাস্য করিল)

প্রসন্ন। শিবু যখন নূতন বেগুন ওঠে তখন কে-
মন মিষ্ট লাগে।

শিবু। আর মহাশয় সে কথায় কায কি, বোলে,
অম্বলে, পরমান্নে যাতে দাও তাতেই
ভাল লাগে।

প্রসন্ন। আর যখন নূতন পটল ওঠে, তখন
কেমন লাগে?

শিবু। তখন সাগুদানার পায়েসে দিলেও চলে,
"নূতন পটল রসের সাগর যদি হয়
ডাগর ডাগর.,।

পটলের রস খেলে পিত্ত নাশ করে।
পটল ভাজিয়া খেলে মহা দুঃখ হরে॥
পটল প্রবল করে অটল স্বরূপ।
বিটোল খাইলে ইহা হয়তো বিরূপ॥
খোল তুল্য এ পটল মাছের ঝোল চায়।
গোল করে শোল মাচ কাটা যদি পায়॥
তা হলে ইহার স্বাদ কতই কহিব।
বিষাদে আস্বাদ এর কভু না ভুলিব।

বেগুণ কি গুণ ধরে অতি চমৎকার ॥
বিষাদে মনের সাদ পুরায় সবার ॥
কত শতবার আমি পিতার সহিত।
ইহারে আনিতে যাই হইয়া ত্বরিত ॥
যাহাতে ইহারে দাও তাহাতেই চলে।
ইহার আস্বাদ তাই ভুলিওনা মলে ॥
মৃত্যুকালে ছেনে কোলে করিয়া বলিব।
পিণ্ডিতে মিশায়ে বাবা বেগুণ খাইব ॥
শুনলো মহাশয় বেগুণ বড় ভালবাসি।

প্রসন্ন। চল সকলে আমার বাটিতে যাওয়া যাক, গিয়ে গঙ্গা জল খাই গে।

(সকলের প্রস্থান।)

(গৌরদাস বাবাজীর পুনঃ প্রবেশ)

গৌর। হা রাম কি কষ্ট, এতটা পরিশ্রম বৃথা হইল, আমি অদ্য প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া, হরিহরের পুত্রটির সম্বন্ধ করিতে অনবরত ভ্রমণ করিতেছি। এখন কি করি। দেখি২ রামনাথ ঘোষের এক কন্যা আছে, তাহারি তল্লাস করি! কোথা গো ঘোষ জা মহাশয় ঘরে আছেন কি।

(রমানাথ ঘোষের প্রবেশ)

রাম। কেহে এত গোলমাল করিতেছ, কেন।

গৌর। না মহাশয় আমিতো আপনাকে এই মাত্র ডাকিলাম। বোধ করি এই স্থান দিয়া কতকগুলিন মাতাল কোলাহল করত গমন করিয়াছে।

রাম। যথার্থ অনুভব করিয়াছ কিন্তু বাবাজী কি আশ্চর্য্য ব্যাপার মনুষ্য মনুষ্যের খোষামদ করে অতি মূর্খতা অতি মূর্খতা।

গৌর। মহাশয় আপনি জানেন না যে ওদের ভিতর এক জন " হঠাৎ বাবু,, হইয়াছে সেই বেটা যত নষ্টের গোড়া।

রাম। হাঁ হাঁ জানি, সেই বেটা বুঝি মাতাল লয়ে গৃহস্থ পাড়ায় জটলা করে। সে যাহা হউক তুমি কি মনে করে এসেছ বল দেখি ?

গৌর। এমন কিছু নয় বলি আপনার না একটি অবিবাহিতা কন্যা আছে।

রাম। হাঁ আছে, তা তোমার কি প্রয়োজন

গৌর। প্রয়োজন না থাকিলে কেন জিজ্ঞাসা করিলাম।

রাম। কি প্রয়োজন বল।

গৌর। মহাশয় আমিতো এক পাত্র স্থির করিয়াছি, যদি আপনার অভিমত তাহা হইলে পরিচয় দি।

রাম। হাঁ অনেককানেক সম্বন্ধ আসিতেছে কিন্তু কোনোটাই মনোমত হইতেছে না।

গৌর। হাঁ অবশ্য এ কথা বলিতে পারেন কারণ সমযোগ্য পাত্র না পাইলে কিপ্রকারে বিবাহ হইতে পারে বিশেষতঃ আপনার যেরূপ দশ টাকা আছে, সেইরূপ পাত্রটি হোলেই ভাল হয় বনিয়াদি ঘর বনিয়াদি ঘরের উপযুক্ত।

রাম। যথার্থ কহিয়াছ? তা তোমার সন্ধানে একটি পাত্র আছে?

গৌর। হাঁ আছে বৈকি, ৺ নিমাই চরণ মিত্রের পৌত্র, এবং শ্রীহরিহর মিত্রের পুত্র, নাম পদ্মলোচন মিত্র, রূপে, গুণে, ধনে, মানে,

কুলে, শীলে, ভুষিত, তারাও বনিয়াদি ঘর তবে কি না এক্ষণে কিঞ্চিৎ গরিব হইয়াছে, তবু নিতান্ত খালি ভাঁড় হয় নাই।

রাম। ওরে মধু তামাক লয়ে আয় (নেপথ্য হইতে) আজ্ঞা জাচ্চি মশায় (মধু তামাক আনিয়া বলিল) মহাশয় তামাক বিস্তর নাই সব ফুর্‌য়েগেছে।

রাম। যা বেটা যা তাক্ক করিগনে।

(মধুর প্রস্থান)

(তামাক টানিতে২) দেখ বাবাজি এখনকার ঘটক বেটারা বড় য়ুয়াচোর বেটাদের কথায় ঠিক নাই বলে বর ভাল কিন্তু সকলই মিথ্যা। বলে বরের ধন আছে কিন্তু সে সব ফাঁকি।

গৌর। যথার্থ, কিন্তু আমি যাহা বলি তাহা বরং আপনি লিখে লন, যদি অন্যথা হয় তাহা হইলে আপনি আমার নামে নালিস করিবেন।

রাম। উত্তম পরামর্শ, বটে মধুউউউ দপ্তরটা দোয়াতটা লয়ে আয়রে।

(মধুর প্রবেশ)

মধু। এই লেন মহাশয় দোয়াতে কালি নাই।

রাম। দূর বেটা, এইক্ষণকার বলে তামাক নাই, একবার বলে কালি নাই দূরহ, পাজী বেটা ঘরের কথা বাহিরে ব্যক্ত করে।

(মধুর প্রস্থান)

বলুন ঘটক মহাশয় আমি লিখি। বরে-র রূপ কেমন?

গৌর। বাজিয়ে লবেন এর পর, তার অনেক গুণ; দোষ কোনই নাই, এক নজর, পায়া ভারি ছেলে। বরের বাপের, ঘরে আলো বাহিরে আলো, লেখা হইয়াছে?

রাম। হাঁ হইয়াছে।

গৌর। তবে আগামি বুধবারে আমি বর লই-য়া আসিব।

রাম। অবশ্য আসিবেন, আমিও উদ্যোগ করি।

গৌর। তবে মহাশয় আমি চলিলাম বরকর্ত্তাকে গিয়া খবর দি।

ায়। যে আজ্ঞা আমিও বাটির ভিতর যাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

ার। (পথে যাইতে২)

টাকার লাগিয়া, অসত্য কহিয়া,

করিতেছি প্রায় কত।

ঈশ্বর সদনে, অন্তিম গমনে,

হইব পাপীর মত!

চার ইয়ারে তীর্থযাত্রা।

তৃতীয় অঙ্ক।

(প্রসন্ন বাবুর বাটি)

(চারিজন ইয়ার, প্রসন্নবাবু, ও নন্দরামের প্রবেশ)

নন্দ। মলুকা সহিতং ন্নুনং চাটনি আদি আ-
য়োজন। বড় মিষ্টং ছাগ মাংসঃ অতি
হরে মনঃ॥

প্রসন্ন। বাঃ বাঃ কি উত্তম শ্লোক শুনে কাণটা
জুড়াল ভট্টাচার্য্য মহাশয় কি মজার
শ্লোক, অতি চমৎকার।

নন্দ। আজ্ঞা মহাশয় শ্লোকের কথা আর বলে-
ন কেন, কি অক্ষরের মাত্রায় মাত্রায়
মজা গড়াচ্চে।

গোপা। ও গোবে বাবুকে তামাক দিয়ে যারে।

(তামাক লইয়া গোবিন্দের প্রবেশ)

গোবি। আজ্ঞা এই হুকা লন।

প্রসন্ন। (তামাক টানিতে২) হুঃ তামাকটা কিছু কড়া ।

হর। (গোবিন্দের প্রতি) যেটা এমন কড়া তামাক বাবুকে দেয়, উনি কেশে২ দম সম হয়ে গেলেন।

রাম। বেটা আজ কাল যা পাও তাই চুরি, বেটা, যেমন বোকা, তেমনি চুরিও বোকা।

সভা। (গোবিন্দর প্রতি) তা যাক্ হউক বৈঠক খানার শুঁড়ি মালা দি দিয়েগেছে।

গোবি। আজ্ঞা হাঁ মহাশয় দিয়েগেছে।

প্রসন্ন। তবে চল হে, গিয়া গাত্রা দেওয়া যাক্।

(গোবিন্দ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।)

গোবি। (স্বগত)

কতো বাবুদের জন্যে প্রাণ ওষ্ঠাগত।
গোঁড়ামি করিয়া মোর প্রাণ কল্লে হত ॥
এই বেটা অগা বাবু যদি সূত্র পায়।
দূর কোরে ঝেটা মেরে অমনি তাড়ায় ॥
আর খেদ করিলেই বা কি করিব চারা নাই, অতএব চুপকোরে থাকা ভাল

এখন যাই, বাবুরা কি হুকুম করেন শুন্‌তো হবে।

(গোবিন্দের প্রস্থান।

(গৌরদাস্ বাবাজীর প্রবেশ)

গৌর। কি আশ্চর্য্য, ঐযে কথায় বলে উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে, তাই আমাকে ঘটলো আমার শিষ্য হরিহর, তার ছেলেটির সম্বন্ধ কর্ত্তে আমাকে পাঠাইয়া একবার আমার সহিত সাক্ষাৎও করে না। মনে কোরেছে যে ঐ কর্ম্মে আমি অক্ষম, বেটা জানে না যে ঠিক ঠাক্ কোরে বসে আছি।

(গোপাল ও হরিহরের প্রবেশ)

হরি। কি মহাশয় আমার বিষয়টা কি ঠিক হয়েছে।

গৌর। কোন কালে? সে কথা দূরে থাক্, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার জন্মের কিছু বৈলক্ষণ আছে বটে?

হরি। কেন মহাশয় এত রাগত কেন, আমার তো কোন অপরাধ নাই।

গৌর। সাধ কোরে কি রাগত, যখন আসি তখনি তুমি ঘরে থাক না, একবার ভুলেও দেখা করো না।

হরি। (গোপালের প্রতি) ওহে ভাই গোটাচার পয়সা দাও তো ঘটক মহাশয়কে ঠাণ্ডা করি। মহাশয় বিবাহ কবে হবে।

গৌর। বিবাহের বিলক্ষণ বিলম্ব আছে (গোপালের প্রতি) কেমন হে, হরিহর বড় উত্তম মানুষ।

গোপা। আজ্ঞা তার আর কি সন্দেহ আছে, ও যাকে পয়সা দেয় সেই সৎ বলে।

গৌর। তবে চল প্রস্থান করা যাক্।

(সকলের প্রস্থান)

(নিতাই ও শ্যামলালের প্রবেশ)

নিতা। ভাই আরতো কষ্ট সহিতে পারি না, দেখ পূর্ব্বে কি আমাদের অল্প ক্ষমতা ছিল! যাহা মনে করিতাম তাহা কাযেও করিতাম, কিন্তু এক্ষণে তাহার বিপরীত।

শ্যাম। কিসে বিপরীত।

নিতা। দেখ, আট নয় দিন আমি মনে করিতে-

ছি, যে ঘরখানা সারাব কিন্তু কোরে উঠ্‌তে পাচ্ছি না। টাকার অভাব বড় অভাব!

শ্যাম। অভাব কিসে বল।

নিতা। অভাব নাই, যা ছিল সব গেছে, এখন একটি টাকা দেখ্‌তে পাই না।

শ্যাম। তা ভাই নেসাখোরদের ঐরূপ হয়, তার সাক্ষী "আমি,, আমার কি না ছিল আর কি বা আছে।

নিতা। যথার্থ কহিয়াছ।

শ্যাম। ভাই আমাদের বাবু, দু চারি মাসের মধ্যে আমাদের ন্যায় হইবে, দেখ এই ১৫ই বৈশাখে বাবকে একজন শুঁড়ি একশত টাকার শমন দেয়, পরে তাহা অতি কষ্টে রপা হইয়াছে, তাহাতে আমি বোধ করি বাবুর তপিলে ক্যাস কম আছে।

নিতা। দেখ আর এক বেশ পরামর্শ আছে।

শ্যাম। কি পরামর্শ হে?

নিতা। দেখ ভাই যখন দেখিব যে বাবু আম

দের ন্যায় বাবু হইয়াছেন, তখন বাবুকে লইয়া আমরা পাঁচজনে ভেক লব, পরে, ভিক্ষা করিতেং বৃন্দাবনে প্রস্থান করিয়া সেই স্থানে সুখে বাস করিব।

ম। হাঁ উত্তম বটে সেথা যাইলে সুখে থাকিতে পারা যাইবে। কিন্তু মিউটিনির বড় ভয়। আর ভাই সেখানে গেলে ইহকাল পরকাল দুইকাল বজায় থাকবে, দুই বেলা রাধা রাণি কানায়েলাল দর্শন করিব। আর আমরা যে লেখা পড়া জানি, তাতে সেখানে সুখে থাক্‌তে পারবো. কেননা এই সহরে সকলেই কেরাণি হোতে চায়, কি মুটে কি মজুর সকলেই মাথায় বিঁড়ে বাঁধিতে চায়। কিন্তু এ যে বড় মন্দ তা নয়. তবে "যার কর্ম্ম তারে সাজে অন্যকে লাঠি বাজে।,,

যার কর্ম্ম নিক্তি ধরা, সোণা রূপা তৌল করা,
সেজন কেরাণি হয়ে কুঠী যায় চলিয়া।
হাতুড়ি পিটিয়া যার, পিতা গেছে যমদ্বার,
তার পুত্র রহিয়াছে টেবিলেতে বসিয়া॥

গোয়ালা পেয়ালা লয়ে, মারে টান বাবু হয়ে,
ডেভিল বলিয়া উঠে টেবিলে ঘা মারিয়া।
দুগ্ধ দোয়া গেছে ঘুরে, গান গান তানপূরে,
গরম মেজাজ বাবু পমেটম মাখিয়া॥
হাড়ি দাঁড়ি মুটে আদি, মস্তকেতে পাগ বাঁদি,
আফিসে চলিয়া যায় সাদাধুতি পরিয়া।
বার কর্ম্ম ঘণ্টা নাড়া, পূজা করা পাঁপা পাতা,
সেজন হয়েছে উঁয়া দাঁড়ো গুরু গনিয়া॥
যেজন কামায় দাড়ি, ফিরে থাকে বাড়ি বাড়ি,
সেজন চড়িয়া গাড়ি গাড়ি মারে লাফিয়া।
কেহ বা ডাক্তর বাবু, খান মিস্ত্রী দানা সাবু,
মুসুড়ডাল আলুপোড়া গিয়াছেন ভুলিয়া॥
অতএব শুন ভাই, কর্ম্মকায আর নাই;
কি করিব ভাবি তাই মিছা ঘরে বসিয়া।
এ প্রকার যদি হয়, তবু কভু মন্দ নয়,
ইহাদের গণি আমি বাহাদুর বলিয়া॥
বিদ্যা যার কাছে আছে, লক্ষ্মী তার ফেরে পাছে,
ইহার প্রমাণ আছে দেখ চক্ষু মেলিয়া।
অতএব শুন ভাই, চল বৃন্দাবনে যাই,
ইহকাল পরোকাল দুই কাল রাখিয়া॥

শুনলো ভাই, কেমন মজা।

নন্দ। হাঁ শুনিলাম, কিন্তু বৃন্দাবনে যেতে রাহা-খরচ তো চাই।

রাম। তার চিন্তা কি? আদপয়সা দিয়ে পার হবো, পরে বাড়ীর অতিথি হয়ে যাব, কেউ তো দেখতে আসবে না, তার ভয় কি

নন্দ। উত্তম পরামর্শ বটে, তবে চল একবার বাড়ীতে যাওয়া যাক্।

রাম। বাড়ীতে গিয়াই বা কি হবে, সেখানে চড়চড়।

নন্দ। তবে উপায় কি?

রাম। উপায় আর কি, চল সেই বাবুর কাছে যাই, গেলেই কিছু পাইবে, "ছাই ফেলতো ভাঙ্গা কুলো,, সেই বাবু আছে, এসো যাই।

(উভয়ের প্রস্থান।)

(রামনাথ ঘোষের প্রবেশ।)

রাম। আমি কি নির্ব্বোধ, আমার মত বোকা আর নাই দেখ আমার তিনটি মেয়ে বই

আর সন্তান সন্ততি কিছুই নাই, তন্মধ্যে
প্রথমটি আর দ্বিতীয়টির কপাল ভাল,
তাই ভাল ঘরে গেল, কিন্তু তৃতীয়টির
কি পোড়া কপাল, এক কাণা, গোদা,
নুলো বরের হাতে পতিত হলো! যদি
একবার বরটি দেখে আসিতাম তা
হোলে এমন হোত না, ধিক্ আমাকে—

(গোকুলমণির প্রবেশ।)

গোকু। আই আই আই, লাজে মরে যাই,
কেহ কোথা নাই, বলি কাহারে।
জামায়ের কথা, শুনে পাই ব্যাথা,
খাক্ তার মাথা, শেল কুকুরে॥
হাত নুল তার, পায়ে গোদ তার,
শরীর অসার, রোগীর মত।
দেখে চমৎকার, দুইবার বার,
দোষ তার আর, কহিব কত॥
এমন জামাই, কাহার তো নাই,
মুখে দিয়ে ছাই, যাই চলিয়া।
তার মৃত্যু হোলে, দেবতা সকলে,
দিব ফলে ফুলে, পূজা মানিয়া॥

ঘটক যেমন, বিটোল তেমন,
বরটি তেমন, দিলে জুটিয়া।
উহার বদন, যমের ভবন,
করুক গমন, দয়া করিয়া॥

(বলিয়া ক্রন্দন।)

রাম। শুন শুন ধনী, শুন মম বাণী,
শুন শুন মন দিয়া।
বিবাহ ব্যাপার, অতি চমৎকার,
কেদনা তার লাগিয়া॥
যাহার যে বর, লিখেছে ঈশ্বর,
সেই বর তার হবে।
তবে কেন ধনী, বিরস বদনী,
হইয়াছ তুমি এবে॥
অতএব তুমি গৃহে গমন কর, মেয়েটি না হয় ঘরে থাক্‌বে নেই বা শ্বশুর বাড়ি গেল।

কাকু। তার জন্যে নয়, বলি মেয়েটির মাথা খাওয়া হলো।

রাম। মাথা খাওয়া কিসে।

গোকু। বলি তুমি তো আর জামাইকে এখানে আস্‌তে দেবেনা।

রাম। কেন দেবো না, অবশ্য দেব, সকল দিক্‌তো মন্দ নয়, যাও বাড়ি যাও।

(গোকুলমণির প্রস্থান)।

রাম। (স্বগত) স্ত্রী জাতী অতি অবোধ, জামাই টি মন্দ হয়েছে, আর দুখের পরিসিমা নাই, জানে না যে আমি কত গণ্ডা মেরে পুস্‌তে পারি, আমার কি টাকার অভাব। (চতুর্দ্দিক দেখিয়া) ঐ যে রামকৃষ্ণ ভায়া আস্‌ছেন।

(রামকৃষ্ণের প্রবেশ।)

রামকৃ। কিগো ঘোষজা মহাশয় ভাল আছেন তো। শুন্‌ল্যেম তোমার মেয়েটির বুধবারে শ্রীহরিহর মিত্রের সেই গোদা ছেলেটার সহিত বিবাহ হয়েছে, তা দেখে শুনে কেমন কোরে এমন বর জোটালে।

রাম। আর ভাই ও কথা আমাকে বলো না, যা হয়েছে তার চারা নাই।

রামকৃ। তাই বলি এমন ঘটক কোথা পেয়েছিলে ?

রাম। আর ভাই " ঘর ভেদি রাবণ নষ্ট,, ও পাড়ায় গৌরদাস বাবাজীর এই কর্ম্ম, ঐ যে আস্ছেন।

(গৌরদাস বাবাজীর প্রবেশ)

গৌর। কিগো ঘোসজা মহাশয়, এত বিরস বদন কেন, কপালং ৩ মুলং।

রাম। কিন্তু যা হউক বাবাজী তোমার এমন কর্ম্ম করা ভাল হয় নাই, ঘরের মানুষ হয়ে এমন বর জুটিয়ে দিলে।

গৌর। আমার কি দোষ, দেখে শুনে কে কোথা শাপ ধরে খায়, আমিতো বলে ছিলাম যে বরের দোষ " কোনই ,, নাই অর্থাৎ নুলো বলেছিলাম, ছেলের " এক নজর ,, অর্থাৎ কাণা বোলে ছিলাম " পায়া ভারি ছেলে ,, তা তার পায়ে তো গোদ আছে।

রাম। আচ্ছা তুমি বোলেছিলে, যে বরের

বাপের অধিক ধন আছে, ঘরে বাহিরে চারদিগে আলো।

গৌর। আমি পূর্ব্বে কহিয়াছি যে "ঘরে আলো বাহিরে আলো,, অর্থাৎ এমন বড় মানুষ যে চালের মটকা নাই, ঘরের ভিতর সূর্য্যের আলো আসে।

রামকৃ। থাম বাপু যার বিদ্যা প্রকাশে কায নাই. যতখানি শিখিচিস্, না ঘোড়ার গু শিখিচিস্ কই একটা শ্লোকের অর্থ বল দেখি বেটা পাজি।

গৌর। ছিহে বাপু গাল দাও কেন, যার গালি গাল ঘরে অনেক আছে সেই পরকে গালাগালি দেয়, তোমার আছে তুমি দিচো, আমার নাই আমি দিব না। আচ্ছা কি শ্লোক বলনা শুনি।

রামকৃ। শোন্।

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ দর্শনং।
নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপোদানং নবধা কুল লক্ষণং॥

গৌর। শোন, শ্লোকের অর্থ বলি।

আচারো বিনয়ো বিদ্যা অর্থাৎ বিদ্যা

একটি উত্তম আচার বানিয়েচে, প্রতিষ্ঠা তীর্থ দর্শনং অর্থাৎ পীঠেতে একটা তাঁতি দংশন করেচে॥ নিষ্ঠা বৃত্তি স্তপদানং অর্থাৎ নাটির বেত্তুকে দান পেয়েছে। নবধা কুললক্ষণং অর্থাৎ নটা ধামা এক খানা কুলো লয়ে লক্ষণ যাচ্চে।

মিক্ক। আর বিদ্যা প্রকাশে কায নাই, যাও, মানেং বিদায় হও।

ধীর। তুমি আমার উপর বৃথা ক্রোধ করিতেছ, কারণ জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ বিধাতারই হাত, আর কেহই জানে না।

মিক্ক। বিধাতা কাকে বলে, বল্ দেখি শুনি, মেলা জেঠামো কচ্চিস্।

ধীর। যত কিছু বলিলে ততই বেটা তুই মুই করে, আমাদের ছেলের বয়িসি তুই, তোর সঙ্গে আমাদের ঝকড়া করা কি পোষায়। বিধাতার অর্থ যার ধাত নাই, তার প্রমাণ বলি শোন্।

কোন এক বিধবার ছিল এক ছেলে।
নির্ব্বংশ তার পিতা ঐ ছেলে গেলে॥

অভাগা দুঃখিনী তার মাতা পরাধীনা।
তিন কুলে কেহ নাই ঐ পুত্র বিনা॥
সেই পুত্র নিধি বিধি লইল হরিয়া।
অতএব তার ধাত গিয়াছে ছাড়িয়া॥
সাত বেটার মা হয়ে যেই নারী আছে।
ভয় পেয়ে বিধি তার নাহি জান কাছে॥

রাম। আর তোমার প্রমাণ দিয়ে কায নাই তুমি যেমন মানুষ তা টের পেয়েছি, " যে পাতে খাও সেই পাতেই হাগ,,।

গৌর। টাকার কাছে ভদ্রতা আর অভদ্রতা সব সমান, যার কাছে টাকা পাই তার গুণ সদা গাই।

রামকৃ। ঘোষজা মহাশয় বেটার কথায় কখন বিশ্বাস করিও না।

রাম। হাঁ পাগল হয়েচ, "নেড়া বেল তলায় কবার যায়,,।

গৌর। দুবার যায়, বেল পড়বার আগে আর পরে, কিন্তু ঘোষজা তিন চার্বার যান যাহউক এক্ষণে চল্যেম।

(প্রস্থান।)

সুবু। দেখ রামকৃষ্ণ ভায়া, বেটার শরীর যুয়াচুরি ফন্দি ভরা। এ বোধ নাই, যে মরণ হলে এই সামান্য ধনের তরে নরক যেতে হবে।

রামকৃ। আর মহাশয় নরক দর্শন! কত লোক ধনের জন্য পিতৃ মাতৃ এবং স্ত্রী হত্যা করে ফেল্লে। পেট থেকে পড়ে কেহ টাকা আনে না, আর মলেও টাকা সঙ্গে যায় না, তবে যারা অতি নির্ব্বোধ তারাই এই সব কুকর্ম্মে রত হয়।

রাম। ভাল, দুলাক দশ লাক রেখে যাওয়া তো ভাল?

রামকৃ। ঐ তো কুয়ের গোড়া, যারা টাকা রেখে যায়, তারা এই ভাবে, যে ছেলে পিলে গাড়ি ঘোড়া চড়্বে, সুখ সম্ভোগ কর্বে, কিন্তু সে সব দূরে থাকুক, মদ মাংস খেয়ে সব ফুকে দেয়, দিয়ে "হাটের বাঙ্গাল,, হয়ে বেড়ায়। আর ভাই তুমিই বিবেচনা কর, যে যদি ঐ ছেলেরা টাকা না পায়, তা হলে, ভাত কাপড়ের দুঃখে

আপনাদের চাড় হয়। তা হলে, ছেয়েরা লেখা পড়া অভ্যাস করত ভালই হয়, মন্দ কখন হয় না।

রাম। তবে টাকা গুলা কি জলে ফেলে দেওয়া উচিত।

রামকৃ। তা নয় মশায়, এই যারা পেটে না খেয়ে পোঁদে না পোরে টাকা জমায়, আর সেই টাকা তারি ছেলে পিলেকে মজাবার উপায় করিয়া দেয়, সেই প্রকার টাকা জমান অতি মন্দ।

রাম। অবশ্য একথা মানি। সকল কথা দূরে থাক্, চল বাটীতে প্রস্থান করি, একটা বড় কর্ম্ম আছে।

রামকৃ। কি কর্ম্ম? বলুন না শুন্তে যাই।

রাম। আমার পিতাঠাকুরের শ্রাদ্ধ।

রামকৃ। বলি আমরা কি ফাঁকে পড়বো।

রাম। তুমি কেন ফাঁকে পড়বে, যারা ফোঁকে তারাই ফাঁকে পড়ে।

রামকৃ। সে যাহা হউক, আপনি বাপের সুপুত্র এবং বংশোৎকৃষ্ট, কারণ অদ্যাবধি আ-

পনার পিতৃচরণে যথেষ্ঠ ভক্তি আছে, কিন্তু আজ কাল মা বাপকে কেউ হে-গেও পিণ্ডি দান করে না, কর্বে কি শ্রাদ্ধ কাকে বলে তা আদপে জানেই না।

রাম। সে কিহে! শ্রাদ্ধ জানে না হিঁদু হয়ে, এমন নেকা কে ?

রামকৃ। সেই যাঁরা উইলসন্ সাহেবের হোটেলে গমন করেন, যাঁরা কথায়২ "নীচু যাও," বলেন, যাঁরা মদের বোতলকে প্রধান খাতির জ্ঞান করেন, যাঁরা জাহাজী গোরার ন্যায় কথা বার্ত্তা কন, এবং যাঁরা ভাজা মাচ্টা উল্‌টে খেতে অক্ষম তাঁরাই শ্রাদ্ধ কাকে বলে তা জানেন না।

রাম। আমি তোমাকে কত শত লোক দে-খাতে পারি, যাহারা বাপ মায়ের শ্রাদ্ধ অত্যন্ত ঘটাকোরে করে।

রামকৃ। যথার্থ, কিন্তু ঘোষজা মহাশয়, আমি যাহা বলিলাম, তাহাই অধিক, আর ইহা হতেও পারে, কারণ ঝিনুক তল্লাস করিতে২ মুক্তাও কখন২ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যার পুত্র পৃথিবীতে সুবিখ্যাত হয়।
তার মাকে রত্নগর্ভা সকলেই কয়॥
তাহার পিতাকে সবে ভাবে জ্ঞানবান্
প্রতিষ্ঠা প্রশংসা আর করে মান্যমা
বর্ত্তমান ছেলেদের অতি মন্দ প্রথা।
মথেতে লাগিয়া থাকে অতি মন্দ কং
মদ ভাং খেয়ে বাবু চক্ষু করে ঘোর।
শুঁড়ির বাড়িতে সারা রাত করে ভোর
অবাক হয়েছি আমি দেখিয়া শুনিয়া।
পূর্ণ পাপ হোলো এই সুখের দুনিয়া॥
তবে চল বাড়ি যাওয়া যাক্।

রাম। হাঁ চল।

(উভয়ের প্রস্থান)

চার ইয়ারে তীর্থযাত্রা।

চতুর্থ অঙ্ক।

(গোপাল মিত্রের বাটির অন্তঃপুর)

(কামিনীর প্রবেশ)

কামি। (বিষন্ন বদনে)

হায় আমার দুঃখ শুন্‌লে গেল বুক-রে
কাঁদে !

বাল্যকালে ছিল সাধ, মিটাব মনের সাধ,
শ্বশুর বাটিতে শীঘ্র গিয়া।
শাশুড়ির হাত ধরে, কর্ম্ম কর্‌বো যত্ন করে,
প্রশংসা শুনিব কাণ দিয়া॥
এ সাধে হলো বিষাদ, বিধাতা সাধিল বাদ,
হরিষে বিষাদ হলো মোর।
ভাতারের মাথা খাই, তাহার কি মৃত্যু নাই,
ঘরে আসে রাত কোরে ভোর॥
শ্বশুর শাশুড়ি মম, কাড়িয়া লইল যম,
মম প্রাণে কত আর সবে।

আমার পিতার কুল, সমূলে হলো নির্ম্মূল,
ভাবি কবে মোর মৃত্যু হবে ॥
টাকা কড়ি যাহা ছিল, স্বামী তাহা ফুঁকে দিল,
কিছু আর নাহি ভাল লাগে।
মরণ হলেই হয়, প্রাণে আর কত সয়,
মোর মুণ্ড খায় যেন বাগে ॥

আর খেদ করেই বা কি কর্ব্বো, গোড়া মন্দ হলে সব মন্দ হয় কথায় বলে "যত কিছু দেখরে ভাই কপাল তাঁর গোড়া। চণ্ডিচরণ ঘুঁটে কুড়োয় রামাচড়ে ঘোড়া।

(সারদার প্রবেশ)

সার। কিলো বেয়ান, এত কি খেদ কচ্চিস, তাতায় কিছু বলেচে নাকি, তাইতে বুঝি মুখ ভারি হয়েছে।

কামি। খেদ করিনে বোন্ কপাল মন্দ তাই বল্‌চি।

সার। কপাল আবার মন্দ কেমন।

কামি। আর বোন্ লোকে বলে, যে অদেষ্টে সুখ থাক্‌লে, তার দুঃখ হয় না, তা তা আমার সুখথেকেও দুঃখ।

[illegible]ার। তোদের কর্ত্তাটি কোথা লো, বল্‌না শুনি।

[illegible]মি। কোথা কেমন কোরে বল্‌বো, সেই শকালে বেরিয়েচে এখন ও দেখা নাই, তাই বলি বোন আমার কি কপাল, যদি আজ বাবা (ক্রন্দন) থাকতো তাহলে এত যন্ত্রণা সইতে হতোনা, আমার বাপের যে অগাধ বিষয় ছিল, তাতে আমাকে পেট ভাতের ভাবনা ভাবতে হতো না, কিন্তু পোড়ারমুকো ভাতারের হাতে পড়ে তাও ভাবতে হোচ্চে।

[illegible]র। নেই কেন বোন, যে খেতে দেয় সেই বাবা।

[illegible]মি। দূর মড়া তাকি হয়? তবে তোর ভাতার তোর বাবা।

[illegible]ার। দূর পোড়ার মুখি, তুইতো কম নোস্।

[illegible]মি। সই, তবে বোন বলা কথা বলতে দোষ কি।

[illegible]রি। সে যাহা হউক, যদি বোন আমাদের

ভাতার মরে যায়, তা হলে ভাল হয়।

কামি। কিসে ভাল হয়?

সার। কেন বিদ্যাসাগরের কল্যাণে, ভাল বর দেখে বিয়ে করি, তা হলে আর বড় ভাবনা নাই মাচ ভাত খেয়ে বখের ঘরকন্না কর্ব্বো।

কামি। দিদি বেস বোলেচিস্ তা মরে কই মোলে তবেসিন মজা।

সার। মরবে লো মরবে, না মরেতো মারবো।

কামি। ছি বোন পতি বিনাশ মহা পাপ, তাতে এই কালে এত দুঃখ, আবার পরকালের মাথা খেয়ে থাকবি।

সার। সে কথা চুলয় যাক্। তুই আজ কি রাঁধলি?

কামি। এমন কিছু রাঁধিনে, কেবল আঁব দিয়ে মুগের ডাল রেধেচি, বেগুণ ভাজা, পুঁই শাক চড়চড়ি, মাগুর মাছের ঝোল আর একটা টকের মাচ।

সার। তবে আর কসুর কি? ভাতারের মিচি দোষ দিস, এতকোরে খাওয়ায় পরায়

তবু বলিস্ মন্দ, ঐ যে কথায় বলে
"মেয়ে মানুষের মন পাওয়া ভার,,
তা সত্তি।

কামি। সারদা দিদি, এবার শ্রীক্ষেত্রে যাবি ?

সার। শ্রীক্ষেত্রে কার সঙ্গে যাব, আমাদের
কর্ত্তা না গেলে তো যাওয়া হবে না ?

কামি। কেন কর্ত্তা নেইবা গেল, আমরা পালি
য়ে যাবো।

সার। ছি বোন লোকে তা হলে নিন্দে কর্ব্বে।

কামি। নিন্দে কল্লেইবা, আমরা তো আর ফিরে
আস্‌বো না।

সার। তোর রূপ আছে, তুই ফিরে আস্‌বিনে,
আমার দশা কি হবে আমার তেমন
রূপতো নাই, যদি থাক্‌তো, তবে সুবি
তে হতো বটে।

কামি। দিদি ঐরূপে রক্ষা নাই ও রূপ দেখ্‌লে
কত বাবু হাবু হয়ে যায়। তা যদি যা-
বার ইচ্ছা থাকে তো আমাকে বলিস্।

সার। ও বোন আমার একটা কথা মনে
পড়েচে।

কামি। কি কথা রে ?

সার। ভাই পর্শু দিন আমাদের বাহির বাড়িতে আমার ভাতার আর কেহ পরামর্শ কচ্ছিল, যে তারা বৃন্দাবনে যাবে। তা হলেই আমাদের মজা।

কামি। যদি সত্যিই যায় তা হলেই মজা, তা না হলে কি হবে ?

সার। হেঁলো সত্যি, আমি কি মিথ্যে বল্‌চি।

কামি। তা যা হোক দিদি তোর একটি ছেলে দিলে হলো না।

সার। আর ছেলেতে কাজ নাই, ছেলে হলে গুমোর গেল।

কামি। কিসে গেল।

সার। তুই যেন জানিস্‌নে নেকা আজুলি। তবে এখন আমি যাই, আমার পাট ঝাট করা হয় নাই।

কামি। আচ্ছা ভাই এসো।

(উভয়ের প্রস্থান।)

(প্রসন্নবাবু ও চারিজন ইয়ারের প্রবেশ)

গাপা। কিগো প্রসন্ন বাবু কাল সন্ধ্যার সময়ে কোথায় ছিলে ?

প্রসন্ন। আর ভাই আমি তোমাদের ন্যায় হই-য়াছি, আমার কেবল এই বাড়ি খানি আছে আর শিকি পয়সা আমার তপি-লে নাই, যা ছিল তা সব গেছে কাল প্রাতে এক বেটা শুঁড়ি আমাকে ২৫ টাকার শমন দিয়ে গিয়াছিল, সে জন্যে আমি আর বাড়ি থেকে বেরুই নে, আর দিন আষ্টেকের মধ্যে বাড়ি খানা বিক্রয় করিয়া, কিছুদিন আরো মজা করবো।

গরি। (প্রসন্নের প্রতি) ভাই তুমি সে দিনে বাপের অগাধ বিষয় পেলে, এর মধ্যে সে সব ফুরিয়ে গেল।

প্রসন্ন। বাবা সখের প্রাণ গড়ের মাঠ, টাকা রেখে গেলে কি হবে। শমন খানা চুকিয়ে দেব। তার জন্যে আমি ভা-বি না।

(গৌরদাস বাবাজির প্রবেশ।)

গৌর। (স্বগত) হরি তোমার ইচ্ছে! গৌর নিত্যানন্দ ভরসা, ইঃ পাঁচবেটা মাতাল এক স্থানে জুটেছে ভয়ঙ্কর ব্যাপার বেটারা মদ খেয়ে সর্ব্বস্ব নষ্ট করেছে. (প্রকাশে) কি হে তোমরা কি গল্প কচ্চো?

শ্যাম। আজ্ঞে মশায় দুখের সুখের কথা কচ্চি।

গৌর। দেদার কও, আমোদ করে লও, মরে গেলে টাকা কে খাবে।

নিত্য। বাবাজী ঠিক কথা বলে। টাকা জমালে কি হবে।

হরি। যা হউক বাবাজী তোমাকে সাবাস তুমি বড় বুদ্ধি প্রকাশ করিয়া আমার পদ্মলোচনের বিবাহ দিয়াছ আমার কাছে এই এক খানা দশ টাকার নোট আছে তুমি পুরস্কার স্বরূপ গ্রহণ কর।

গৌর। তুমি আমাকে এক শত টাকা দিবে বলে ছিলে, আমি দশ টাকা কেন নেব?

হরি। মশায় কথার কথা বলেছিলাম, যা হউক আমাকে মাপ করুণ। আর আমার এক পয়সা নাই।

গৌর। আচ্ছা তবে আমি চল্যেম।

(প্রস্থান।)

গোপা। ভাই এসো আমরা মদ ত্যাগ করি আর কখনই মদ খাবো না।

হরি। যে একবার মদ পান করেচে সে কি আর মদ ছাড়িতে পারে।

কোন একব্রাহ্মণের এক পুত্র ছিল।
মদ খেয়ে ঘোরতর মাতাল হইল॥
প্রতিদিন পিতা তারে দেন উপদেশ।
তথাপি মদের জ্বালা নাহি হলো শেষ॥
এক দিন সেই ছেলে মাতাল হইয়া।
প্রবেশিল নিজ বাটী শুঁড়কি মাখিয়া॥
দেখিয়া তাহার পিতা করিল প্রহার।
ছেলেটির হয়ে গেল অস্থিচর্ম্ম সার॥
পিতা বলে ছাড় মদ ছাড় মোর ধন।
পুত্র বলে পিতা মোর আছে এক পণ॥
কিপণ বলরে জাদু বিলম্ব না সয়।

এখনি করিব তাহা যা কপালে হয় ॥
পুত্র বলে যদি বাবা অনুগ্রহ কোরে।
এক দিন খাও মদ খুব পেট ভরে ॥
তা হোলে এখনি আমি মদ ছেড়ে দিব।
আমার প্রতিজ্ঞা আমি অবশ্য রাখিব ॥
তার পর পিতা তার মদ খেয়ে বলে।
তুমি ছাড় ছাড় আমি না ছাড়িব
মলে ॥
শুনলো ভাই কি মদের গুণ।

(পঞ্চাননের প্রবেশ।)

পঞ্চা। হাঁ শুনলোম, ঠিক কথা বলেচো বাবা, মদ যে খায় সে কি আর ছাড়্তে পারে।

গোপা। কি হে পঞ্চানন ভালো আছো তো? একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তুমি না কি সকলকেই গালাগাল দাও, কাহাকেও কেয়ার করো না, আপনি যাহা বল কিম্বা কর তাহাই উত্তম জ্ঞান কর, অন্যের কথা অগ্রাহ্য কর; এর কারণ কি! বাপের ধন পেয়ে কি সাপের পাঁচ পা

দেখেচো। আবার খবরের কাগচে একে তাকে সকলকেই গাল দাও, ছিছি ভাই এ কেমন ব্যবহার, যে কিঞ্চিৎ লেখা পড়া০ জানে, সেতো এমন কদাচ করে না, দেখ "গণ্ডূষ জল মাত্রেণ সফরী ফরফরায়তে,,। তাই তোমাতে ঘটিছে। দেখ যে কর্ম্ম সম্ভব তাহা যদি লোকে করে তা হলেই ভাল হয়, কিন্তু বামন হয়ে চাঁদে হাত দিলে কি হবে। তুমি যেমন অকৃতজ্ঞ লোক এমন আমি আর দেখি না। দরকারের সময়ে তুমি সকলকেই আহ্বান কর, কিন্তু আপনার কর্ম্ম সিদ্ধ হইলে তুমিই বা কে আর তারাই বা কে, শুন্তে পাই তাদের বাপান্ত কর, অপমান কর, আরো বলি যাহারা তোমার বাটিতে যায় তাদের ও লজ্জা নাই, তারা গালাগাল ভাল বাসে নচেৎ কেন তোমার বাটিতে যায়। দেখ তোমার, কথার, কাযের এবং সকল বিষয়েরই বৈলক্ষণ্য। তোমার যেরূপ

বিষয় আছে তাতে তুমি অনায়াসে সুখে থাক্‌তে পার, কিন্তু "সুখে থাক্‌তে ভূতে কিলোয়„ তুমি যাহা বল সব অহঙ্কারের কথা, বিষয়ী ব্যক্তির অহঙ্কার বড় মন্দ, হাড়ি শুঁড়ি সকলেই মন্দ বলে, লোকে বল্লে, তা কি তুমি জান না। তুমি হাড়ি শুঁড়ির বাড়া, কথায় বলে যে হাড়ি শুঁড়ির নাক কাণ নাই, তা তুমি সেই প্রকার। হাড়ি বিষ্ঠালয়ে যায় কিন্তু তার গন্ধ পায় না, শুঁড়ি যাদের মদ দেয়, তাদেরই মুখ থেকে গালাগাল খায়, কিন্তু সে সব শুনেও শোনে না, তাতেই তাদের কাণ নাই। কিন্তু তুমি কায়স্থ তোমায় লোকে এত বলে তা একবারও শোন না। ধিক তোমাকে, একটা বিবেচনা দেহেতে নাই।

পঞ্চা। (ভূমিষ্ঠ হইয়া) ভাই তোমাদের খুরে দণ্ডবৎ, আমাকে মাপ কর! আমি ঢের বিচার জানি, আর ঢের বিবেচনাও করি-

তে পারি, আমাকে শেখাতে হবে না, কোথা আমোদ কর্ত্তে এলেম, না একেবারে আমোদ ডুবিয়ে দিলে।

গোপা। তুমি যে বিচারকের ছেলে; তাই তুমি ঢের বিচার জান। তোকে নিয়ে কে আমোদ কর্ব্বে তাই এখানে এইচিস্।

পঞ্চা। যা বেটারা, মদ খাবার সুখতো এখন দেখ্চো, আরো দেখবে।

হরি। তুইও দেখ্বিরে, যমের হাত থেকে পালান যায় কিন্তু মদের হাত থেকে পলান যায় না। "ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে,, তোরও হবে।

পঞ্চা। যা বেটারা তোদের আর কি জাত আছে, যারা হোটেলে যায় তাদের জাত নাই।

শ্যাম। আজ কাল কেনা মদ খায়, আর কেনা হোটেলে যায়, হোটেল্তো সিদ্ধ পীঠস্থান হোয়েছে।

বড় ঘটা ঘটি ভাই হোটেলে২।
প্রশংসার পাত্র হয় সেই স্থানে গেলে॥

পোরে বুট কোরে হুট চোড়ে ঘোড়গাড়ি।
যায় কত শত লোক উইলসন বাড়ি॥
অড়ভ্ডাল মোটা তাতে জন্ম হলো যার।
ফাউল কারি জেলি মদ সহে পেটে তার।
চলন হয়েছে তাই সকলেতে খায়।
হায়রে ইংরাজী চাল মরি হায়২॥

পঞ্চা। আচ্ছা চল্লাম।

(পঞ্চানদের প্রস্থান)

গোপা। এখন ভাই সব কথা দূরে থাক। আমরা চল বৃন্দাবনে প্রস্থান করি।

প্রসন্ন। "ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে,, আমাদের এখানেও যে দুঃখ বৃন্দাবনেও সেই দুঃখ হবে, "পাপীর বৈকুণ্ঠেও সুখ নাই,,।

গোপা। নাহে তুমি বোঝনা, নিতাই আমাকে ঠিক কথা বলেছে, বৃন্দাবনে গেলে আমরা সুখে থাকতে পারবো। পাঁচ স্থানে একটা২ কর্ম্ম পাবই। আর তুমি জেন যে পল্লি গ্রাম অঞ্চলে একজন মনুষ্যের দুই টাকা হলে সুখে খাওয়া দাওয়া

হয়। আর সহরে এক জনের চার পাঁচ টাকায় কষ্টে হয়।

প্রসন্ন। নৌকা ভাড়া প্রায় দুইশত টাকা লাগ্‌বে। তা পাবে কোথা ?

গোপাল। কেন তোমার বাড়িখানা না বিক্রি হবে তা হলেই হবে। না হয় পরে ভিক্ষা কর্ত্তে২ চলে যাব।

প্রসন্ন। হঁা তা হতে পারবে কারণ আমার বাড়ি খানার দাম প্রায় ৫০০ শত টাকা।

গোপা। (ক্রন্দন করত) হা ভগবান্ তুমি কি আমাদের দশা এই করিলে আমরা কি দেশ ছাড়া হইব। তবে ভাই তোমরা বুধবারে আমার নিকট একত্র হয়ো পরে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল ক্রয় করিয়া প্রস্থান করিব।

হায় কেনই বা মদ খেতে শিখেছিলাম, হায় শত্রুতেও যেন মদ খেতে শেখে না বিধাতা আমাদের কপালে কি এই লিখে ছিলো, হা বিধে! তোমার কি দয়া নাই আমাদের কপালে কি এই দুর্দ্দশা স্থির

করিয়াছ, যাহা হউক কাহার কপালে
কি লেখ তাহা কেহই বলিতে পারে না।
মশা কর হাতী আর হাতী কর মশা।
আমি মূঢ়মতি তব করিহে ভরসা॥

হরি। (সকলে ক্রন্দন করিতে লাগিল) হা ঈশ্বর আমাদের দশা কি এই হইল। ভগবান্? তোমার কি দয়া নাই, (নেপথ্য হইতে দৈববাণী) তোদের ভয় নাই ভয় নাই, তোরা বৃন্দাবনে গমন কর, তোদের ভাল হবে। তোদের আর দুঃখ হবে না।

(সকলের প্রস্থান)

---

২ পরে বুধবার প্রাতে, সকলে একত্র হইয়া, হাটখোলায় দুইশত টাকায় এক খানি ভড় ভাড়া করিয়া, বৈদ্যবাটী, রাজমহল, কাশী, গয়া, প্রভৃতি নানাবিধ স্থান দর্শন করত, তাহারা নিরাপদে বৃন্দাবনে পৌঁছিল। সেখানে সকলেরই একটিং কর্ম্ম হইল। গোপালের ১৬ টাকা হরিহর, নিতাই, ও শ্যামলালের ১২ টাকা করিয়া, এবং প্রসন্নবাবুর ৮ টাকা করিয়া, মাহিনা হইল। তাহারা পূর্ব্বে অগাধ বিষয়াধিকারী হইয়া যে সুখকে একবারও

ভোগ করে নাই, তাহা এই স্থলে অনায়াসে প্রাপ্ত হইল। তথায় সকলের একটিং পুত্র হইল, এবং এই প্রকারে তাহারা বৃন্দাবনে সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

সমাপ্ত